www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেটে সংস্করণ : http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা

রাজনীতি
কৌশিক মজুমদার

রাজনীতি শিক্ষার অঙ্গ
ভাবতে হবে আজ,
মাথা উঁচু করে সবাই–
নেবে দেশের কাজ।
তেরঙ্গা নিশানা–
দিয়েছে অনুপ্রেরণা,

স্বাধীনতার অঙ্গ ছুঁয়ে
ভুলেছি সব যন্ত্রণা।
তৃণমূলের জোড়া ফুলে
নিয়েছি মন্ত্রণ
কৃষক–শ্রমিক–ছাত্র–যুব
চিনেছে এ–ভুবন।

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান : বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা : বিষ্ণুপুর,
জেলা : দঃ ২৪ পরগনা
ফোন : ৮০১৩৫২৩০৯৫

কলকাতাঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র – ১৯ ভাদ্র, ১৪২১ঃ ৩০ আগস্ট – ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.44, 30 August - 5 September, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সারদা তদন্তের জাল গোটাচ্ছে সিবিআই

রাঘববোয়ালদের জেরা আগামী সপ্তাহে

পার্থসারথি গুহ

চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে জোরকদমে তদন্ত চলছে রাজ্যে। শুধু এই রাজ্য বলে নয়। ওড়িশা, অসম এমনকি খোদ দিল্লিতেও সিবিআইয়ের টিম এ নিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অনেক রাতেও কলকাতা এবং দেশের আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় সিবিআই এই নিয়ে হানা দিয়েছে। বৃহস্পতিবারের তদন্তপর্বে সিবিআই পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক বাপি করিমের বাড়িতে। সেখানে চার ঘন্টা টানা তল্লাশি চলার পর শেষ পর্যন্ত সল্টলেকের দফতরে ডেকে পাঠানো হয় তাকে। সিবিআই কর্তাদের ধারণা বাপিকে জেরা করে পরিবহণমন্ত্রীর সারদা সঙ্গ সম্পর্কে অনেক কিছু গোপন তথ্য হাতে পাওয়া সম্ভব। এদিনের অভিযানে সিবিআই–এর টিম কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রের শাসকদল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী আসিফ খানের দরগা রোডের বাড়িতেও হানা তল্লাশি চালায়।

এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে কোনও রাঘব–বোয়াল হয়তো ধরা পড়েনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের জালে। তবে শোনা যাচ্ছে আগামী একসপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী, ডাকসাইটে সাংসদদের ডাকা হবে। তা নিয়ে শাসক শিবিরে জোর গুঞ্জন চলছে। এই আবহে আবার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উপনির্বাচন। সবমিলিয়ে বলা যায় রাজ্য–রাজনীতি এখন সরগরম। রোজ বিভিন্ন দৈনিকের শিরোনামেও চলে আসছে চিটফান্ড কর্তাদের নিয়ে নানা খবর। এমনই একজন হলেন চিটফান্ড কোম্পানির মালিক এবং কলকাতা থেকে একদা প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক শিবনারায়ণ দাস। সম্প্রতি হাওড়া জগাছা থানার পক্ষ থেকে তাঁর সাঁতরাগাছির বাড়িতে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে শিবনারায়ণবাবুকে অবিলম্বে শ্যামল সেন কমিশনের কাছে হাজির হতে বলা হয়েছে। ২৭ আগস্ট, বুধবার হাজিরার দিন ধার্য হলেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সিলিকন প্রজেক্টস নামক কোম্পানির মালিক সেখানে উপস্থিত হননি। সারদা কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন যেখানে সিবিআইকে লেখা চিঠিতে শিবনারায়ণকে উল্লেখ করেছেন এই ব্যবসায় নামানোর কারিগর হিসেবে সেখানে এতদিন পর্যন্ত তাঁকে কেন জেরা করা হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সিলিকনের এই মালিকের সঙ্গে শাসক দলের বেশ কিছু নেতা মন্ত্রীর যোগসাজসের প্রমাণও হাতে পেয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যেই সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাতঙ্গ সিং, তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী মনোরঞ্জনা সিং, প্রাক্তন আইপিএস তথা তৃণমূল নেতা এবং সারদার অন্যতম কর্তা রজত মজুমদার, ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতু, সাংবাদিক তথা ব্যবসায়ী গৌতম বিশ্বাসদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই–এর তদন্তের মুখে পড়তে হয়েছে। এর মধ্যে তথ্য গোপনের অভিযোগে দেবব্রত সরকারকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই। সিবিআই–এর ডিরেক্টর রঞ্জিত সিনহা জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে তদন্ত শুরু হয়েছে তার শেষ দেখে ছাড়া হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চিটফান্ড রুখতে ...

রাজ্যে সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই–এর ব্যাপক তল্লাশির মধ্যেই শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে উদ্বোধন হল চিটফান্ড বিরোধী কেন্দ্রের নয়া প্রকল্প জন–ধন– যোজনা। সারা দেশে একই সময় প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষের হিতার্থে এই প্রকল্পের শুরুয়াৎ করেন। রাজ্যে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হল কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী নাজমা হেপতুল্লার হাত ধরে। ছবি : উৎপল কুমার রায়

ধর্ষণের নয়া উপমা দীপকের

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ডহারবার: ধর্ষণ আগেও হত। এখনও ধর্ষণ হচ্ছে। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন ধর্ষণ হবে। বুধবার সন্ধ্যায় ডায়মন্ডহারবার স্টেশন মোড়ে তৃণমূলের পাল্টা প্রতিবাদ সভায় একথা বলেন বিধায়ক দীপক হালদার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ধর্ষণকে সমর্থন করছি না। আমি একথা কেন বললাম জানেন। আমার মনে হয় আইন আছে বলে ধর্ষণ থাকবে। আর ধর্ষণ আছে বলে আইন থাকবে। ধর্ষণ একটা সামাজিক ব্যাধি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। সমষ্টিগতভাবে সম্ভব। একইসঙ্গে দীপকবাবু ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের ধর্ষণের পরিসংখ্যান তুলে ধরে এ রাজ্যের ধর্ষণের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, দেশের সর্বত্র কমবেশি যেখানে ধর্ষণ হচ্ছে সেখানে এ রাজ্যে ধর্ষণ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? উদাহরণ দিয়ে বলেন, একজন মহিলা স্বেচ্ছায় ৭ বছর, ৮ বছর, ৯ বছর, ১০ বছর একজন পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার পর বলছে ধর্ষণ করেছে। এটা কী করে হয়? আমার মনে হয়ে এসব ব্যাপারে দুইয়ে দুইয়ে টাকা নেয়। যখন টাকা না পায় বলে ধর্ষণ করেছে। ও অম্বিকেশবাবু ধর্ষণ বাড়ছে না কমছে? কীসের জন্য মিটিং করতে এসেছিলেন? মিথ্যা কথা বলতে, না ডায়মন্ড হারবারের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে এসেছিলেন? যে ভাষায় কথা বলা উচিত তা আপনারা করেননি। কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করলে আমরা আর চুপ করে বসে থাকব না। মানুষই তার যোগ্য জবাব দেবে। গত শনিবার আমরা আক্রান্তের প্রতিবাদ সভায় হামলার ঘটনায় দলের দুই কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এদিন পাল্টা সভা করে তৃণমূল। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার সহ সভাপতি শক্তি মণ্ডল, ব্লক সভাপতি উমাপদ পুরকাইত সহ দলের স্থানীয় নেতারা। এদিনের সভায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির কথা থাকলেও তিনি হাজির ছিলেন না।

প্রকাশ্য রাস্তায় সরকারি মাল লুটের তদন্ত হবে কবে?

খাদ্য গুদাম সিজ করল ভিজিলেন্স

কুনাল মালিক

আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানার অন্তর্গত বজবজ–২ নম্বর ব্লকের চকমানিকের ইউনিয়ন ফারমার্স সার্ভিস কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের তিনটি গোডাউন গত বৃহস্পতিবার হঠাৎই ভিজিলেন্স দফতর সিল করে দিয়েছে। কো–অপারেটিভের কর্মচারী এবং স্থানীয় বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি–সহ এলাকার এমআর ডিলাররা ভিজিলেন্সের এই ভূমিকায় হতবাক। গত বৃহস্পতিবার কো–অপারেটিভ দফতরে গিয়ে চোখে পড়ল ৩ নম্বর গোডাউনের দরজা খুলে ভিজিলেন্সের অফিসাররা চালের বস্তা ওজন করছেন। ভিজিলেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর এসএন বাকড়া প্রতিবেদককে জানালেন, খাদ্য দফতরের নির্দেশে এটা রুটিন চেকআপ চলছে। এখানে কি কোনও দুর্নীতি হয়েছে? তার উত্তরে তিনি বলেন, এখন তদন্ত চলছে, আমি কিছু বলতে পারব না। কো–অপারেটিভের হিসাবরক্ষক অনুপ দাস জানালেন, আমরা বুঝতে পারছি না কেন গোডাউন সিজ করা হল। এখান থেকে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে এমআর ডিলাররা মাল তুলছেন – কোনও বে–নিয়ম হয়নি। এক সপ্তাহ গোডাউন বন্ধ থাকায় এলাকার ডিলাররা মাল তুলতে পারছে না। মহেশতলার ডি কে এন্টারপ্রাইজকে ট্যাগ করে দেওয়া হয়েছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডিলারদের মহেশতলা থেকে মাল তুলতে হবে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায় জানালেন, কেন গোডাউন সিজ করা হল বুঝতে পারছি না।

এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতাকে টেক্কা দিয়ে পুজোর ময়দানে হাওড়া–হুগলি

মলয় সুর, বৈশালী সাহা এবং অমিত জানা, হুগলি ও হাওড়া : শ্রাবণের ধারায় নীরবে বর্ষা এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সমাজে। ঝির ঝির বৃষ্টিতে প্লাবিত আজ বাঙালির মন। তবে এখন থেকেই পটুয়া পাড়ায় শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যস্ততা। আসছে শারদীয়া। আনন্দ আর আবেগের ভাষা নিয়ে আসছেন দেবী দশভূজা। সেজে ওঠার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে শহরের বড় পুজো উদ্যোক্তাগুলি। বেশ কয়েকবছর ধরেই সুনামের সঙ্গে পুজো সম্পন্ন করছে হাওড়া জেলার বড় পুজো কমিটিগুলি। তাদের মধ্যে অন্যতম হাওড়ার মৌড়ি বাজার, আন্দুল, মৌড়ির মহিয়াড়ি তালপুকুর ধার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এ বছর তাঁদের থিম 'সৃষ্টির মূল মন্ত্র'।

সংগঠনের জনসংযোগ সম্পাদক শুভঙ্কর মজুমদার জানিয়েছেন, এবছর তাঁদের পুজো ৬৮তম বর্ষ। বীজ থেকে কীভাবে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেটাই তুলে ধরবেন এই থিমের মাধ্যমে। ঠিক কীভাবে এই থিমে বিষয়টি পরিস্ফুটন করা হবে সেই প্রশ্নের উত্তরে শুভঙ্কর বাবু জানান, মোট ১৭ রকমের বীজ যেমন – হরিতকি, বয়ড়া, কৎবেলের খোলা, সীম দানা, তেঁতুল দানা প্রভৃতি দিয়ে এই থিমটিকে সাজিয়ে তোলা হবে। গতবছর আমাদের পুজো হীরক জয়ন্তী বর্ষ পার করল। ভগবান বুদ্ধের মন্দির করেছিলাম। প্যাগোডা মন্দির গড়া হয়েছিল। গতবছর আমরা ছ–খানা পুরস্কার পেয়েছিলাম। ডোমজুর থানা উৎসব সমন্বয় কমিটি, এয়ারটেল, এই সময়–সহ মোট ৬টি পুরস্কার গতবছর আমরা পেয়েছিলাম বলে শুভঙ্করবাবু জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, সম্প্রতি ঘটা করে তাঁরা খুঁটি পুজোর আয়োজন করেছিলেন। তিনি আরও জানান, এবছর মণ্ডপ নির্মাণ করছেন মেদিনীপুরের শিল্পী রতন মণ্ডল। প্রতিমা নির্মাণ করছেন প্রশস্তর শিল্পী। পুজোর সময় মাধ্যমিক–উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কাউন্টডাইন শুরু হয়ে গিয়েছে। চন্দননগরের কুমোরটুলিও এখন কর্মব্যস্ত। পটুয়া পাড়ার স্টুডিওতে এখন মৃৎ শিল্পী ও কর্মীরা আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই যুদ্ধে অবশ্য কোনও হানাহানি রক্তপাত নেই। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, প্রতিমা গড়ার নানা সামগ্রীর চড়া মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে ঠিক সময়ে প্রতিমা মণ্ডপে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত চলবে সেই লড়াই। চলছে দরদাম করে বায়না নেওয়ার পালা। চন্দননগরের কুমোরপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, বেশিরভাগ প্রতিমার খড়ের কাঠামোয় মাটি লাগানোর প্রাথমিক কাজ হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ শিল্পী এখন দুর্গাপ্রতিমার পাশাপাশি বিশ্বকর্মা মূর্তি গড়তে ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দুর্গাপ্রতিমা সপরিবারে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। আর মাত্র একটি প্রতিমা অপেক্ষায় আছে সাত সাগরের পারে যাওয়ার জন্য। বিদেশের তালিকায় রয়েছে আমেরিকার লসঅ্যাঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, কানাডাও। এবার বিদেশে পুজোর সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিমাগুলি সবই ফাইবারের তৈরি। শিল্পীরা জানালেন, এবারে সময়ের অভাবে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা প্রতিমার দাম গড়ে পাঁচ–ছ হাজার টাকা বাড়িয়েছেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুজো কর্তারা এই বাড়তি টাকা দিতে অস্বীকার করছেন। সব কিছুর মূল্যবৃদ্ধি মেনে নিলেও আমাদের ক্ষেত্রে এক পয়সা বেশি দিতে চাইছে না কেউ। গত বছরে ছোট–মাঝারি–বড় পুজো কমিটিগুলোর একটা বড় খরচ উঠে আসত বিভিন্ন চিটফান্ডের সহায়তায়। এবার একদমই নেই। অনেক পুজো কমিটির কর্তা চিটফান্ডের সাহায্য না পাওয়ার কথা সরাসরি জানাতেও দ্বিধা করছেন না। ওই কথা বলে তারা প্রতিমার বর্ধিত দাম দিতে চাইছেন না। তবে বাঙালির উৎসব প্রিয়তা কবে আর লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করেছিল? এরই মধ্যে শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রূপ পাচ্ছে দুর্গা মায়ের প্রতিমা।

৮১তম বর্ষ ধরে অন্নপূর্ণা ক্লাবের এই সাবেকি পূজা হয়ে চলেছে। বাদল চন্দ্র পালের তৈরি সনাতনী ঘরনার রূপে প্রতিমামূর্তি হাওড়াবাসীকে আকৃষ্ট করে। পরম্পরা সাবেকি পুজো হলেও মণ্ডপ সজ্জিত হবে আধুনিকভাবেই। মাদুর কাঠি, পুতুল, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি আরও নানান জিনিস দিয়ে সজ্জিত থাকবে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভাবনা হবে এ বছরের ১৬ ফুট লম্বা ঝাড়বাতি।

এছাড়াও পুজোর চারটে দিনের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পর্ব ভোগ বিতরণ, কুমারী পুজো, বস্ত্রবিতরণ ইত্যাদি। ক্লাব সেক্রেটারি প্রদীপ নন্দী বলেছেন – 'সারা বছর ধরে চলতে থাকে স্কাউটিং, টেবিলটেনিস, যোগব্যায়াম, বডিবিল্ডিং, মাল্টিজিম (লেডিস, জেন্স), ভলিবল, তাইকুণ্ডু, ক্যারাটে ইত্যাদি। সমস্ত মিলিয়ে প্রায় ৫০০/৬০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করে। এছাড়াও এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও রাখা থাকে।' এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ রাজীব দাস বলেছেন – 'চারিদিকে থিম পুজো হলেও তাদের ক্লাবের এই সাবেকি প্রতিমা দেখার আগ্রহও হাওড়ার মানুষের কম থাকে না। প্রতি বছরই তাদের নতুন কোনও না কোনও আকর্ষণীয় বস্তু থাকে তাই মানুষের ঢল বা থাকে না।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর আশাব্যাঞ্জক নয় মোটেই

রাজ্যের ধাত্রীর সিঙ্গাপুর সফর সিঙ্গাপুরি কলাসম সিঙ্গুরের জমিহারা কৃষকদের কাছে

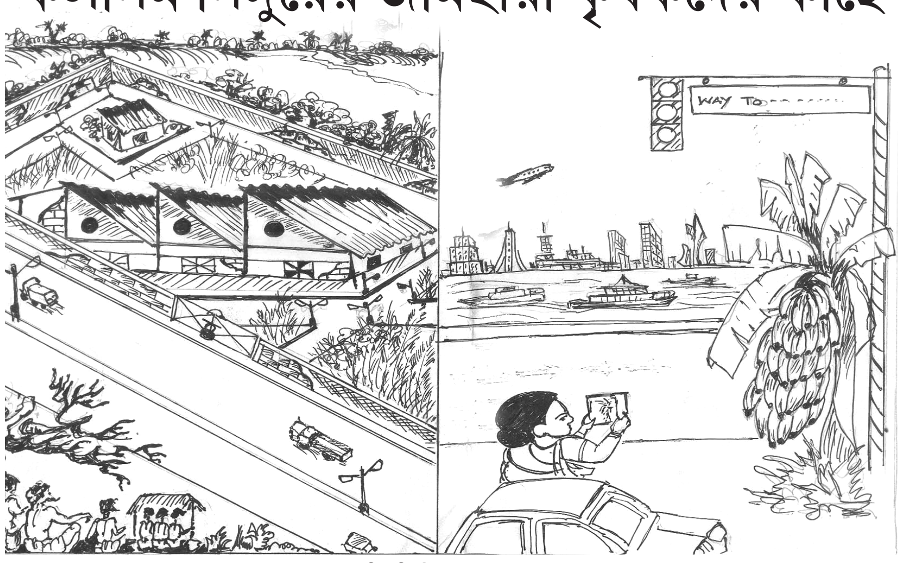

চিত্রশিল্পী : অন্ধ কানাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি বিদেশ সফর এবং তাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন। অতঃপর উত্তাল রাজ্য রাজনীতির অলিন্দ। রাজ্যে সফররত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আবার যে সফরকে রীতিমতো কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশি পুঁজির তীব্র বিরোধী তিনি আবার শিল্পের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন কোন মুখে। রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধিনাথ গুপ্তের আবার স্পষ্ট বক্তব্য সারদার কালো টাকা রাখতেই সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলাইবাহুল্য রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বারংবার বলা হচ্ছে তাঁদের এই সফর রাজ্যের হিতের অভিপ্রায়ে এবং আদতে এর ফলে সমৃদ্ধ হবে পশ্চিমবঙ্গ। তাদের আরও বক্তব্য চাঙ্গি–সহ সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ মুখ্য বাণিজ্যিক সংস্থা এই সফরে যোগ দিয়ে এর সাফল্যের বার্তা দিয়েছেন।

এতকিছুর পরে অবশ্য অর্থনীতির মাপকাঠিতে কাঁটাছেড়া করা হলে দেখা যাবে এই সফর কার্যত ব্যর্থ। বরং একে সরকারের 'আই–ওয়াশ' হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে। এর প্রেক্ষিতে এও বলা চলে সারদা কেলেঙ্কারিতে ক্রমাগত কোণঠাসা হওয়া এবং রাজ্যে শিল্প বিমুখ পরিবেশ গড়ে ওঠা এই দুই নেতিবাচক অবস্থানের থেকে বেরিয়ে আসতেই সরকারের তরফে এই বিদেশ সফর বা শিল্পায়নের চিত্র ফাঁদা হয়েছে। এই কথা আমরা বলছি না, বহু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং বিরোধী দলের মুখেই এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আরও একটি খবর হল সিঙ্গাপুর সফরের রেশ ধরে রেখে মুখ্যমন্ত্রী আগামী দুবছর বিদেশের একাধিক জায়গায় সফর করবেন।

যে তালিকায় রয়েছে জাপান, থাইল্যান্ড, চিন, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের নাম। রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যেভাবে এক একটি জেলায় অগণিতবার সফর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সেই ভাবেই বিদেশ সফর সারবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে

অর্থনীতি

বিনিয়োগের জন্য বিদেশ যাচ্ছেন এ অত্যন্ত ভালো কথা। রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বোপরি রাজ্যের জন্য তা বড় স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আদৌ এই সফর থেকে আখের গুছাতে পারবে রাজ্য। নাকি বিদেশ সফরের গ্লানি তাড়া করে বেড়াবে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্ণধারকে। কারণ মূল যে সমস্যাগুলি রাজ্যে শিল্প গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় তা কিন্তু বহাল তবিয়তে থেকে গিয়েছে। বিশেষ করে জমি সমস্যা সবার আগে পীড়া দিচ্ছে রাজ্যকে। তাই মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অর্থমন্ত্রী যতই বড় গলায় কথা বলুন না কেন, বিদেশি পুঁজি রাজ্যে আসার ক্ষেত্রেও বড় কাঁটা কিন্তু সেই জমি। রাজ্য সরকার মুখে বলছেন জমি কোনও সমস্যা নয়, তাদের হাতে যথেষ্ট ল্যান্ড ব্যাঙ্ক রয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু সেকথা বলছে না। বরং জমি জট কাটাতে না পারলে রাজ্যের অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়। মহানগরী কলকাতার আর লন্ডন হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই' এই চেনা স্লোগানটাও হয়তবা মিথ হয়ে উঠতে চলেছে। বরং কলকাতার থেকে হয়ত একদা উপেক্ষিত পড়শি রাজ্য বিহার বা ওড়িশার শহরগুলি অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে চলেছে।

কারণ ওইসব রাজ্য বা তাদের প্রশাসকরা যাবতীয় রাজনৈতিক বিরোধ দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন অচিরেই। রাজ্যের ভালোর প্রয়োজনে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশেও তাদের কোনও সমস্যা নেই। তাছাড়া বাম জমানায় এ রাজ্যে শিল্প ধুঁকতে থাকলেও কিছুটা চলমান ছিল। নয়া জমানায় রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শাসক প্রভুদের ওপর বড় বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। যারা তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য মানতে পারছেন না তাদের একপ্রকার 'মানে মানে কেটে পড়তে' হচ্ছে। এভাবেই তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য থেকে বেশ কয়েকটি প্রথিতযশা সংস্থা চলে গিয়েছে। বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকটি। আবহ এমন যে এখন যদি ঠিকভাবে সামলানো না যায় তবে শিল্পে রাজ্যের রসাতলে যাওয়া স্বয়ং ভগবানও আটকাতে পারবেন না।

ভুল তথ্যের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর সফর নিয়ে এক শ্রেণীর গণমাধ্যম যে ধরনের কুরুচিকর এবং ভুলে ভরা তথ্য পেশ করেছে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পোন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সম্বলিত হল। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন তাতে কোনওভাবেই প্রতিনিধি হিসেবে নাম ছিল না আরএস গোয়েঙ্কা, রাহুল টোডি এবং কৃষ্ণকান্ত কয়ালদের। অথচ এই ধরনের কিছু প্রচার মাধ্যম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য দাবি করে যে উক্ত ব্যক্তিরা সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে এই সফরে গিয়েছিলেন। এভাবে এদের নাম ডেলিগেট হিসেবে যুক্ত করে সরকারের মর্যাদাহানি করার যে অপ্রয়াস তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম এই ধরনের মন্তব্যের সবসময় নিন্দা করে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশন থেকে দূরে থাকবে এই সংবাদমাধ্যমগুলি। মনে রাখতে হবে এই ধরনের মিথ্যে তথ্য পেশ করার মাধ্যমে পুরো রাজ্যের সম্মান ধুলণ্ঠিত করা হল। এর ফলে সারা দেশের কাছেই ভুল বার্তা যেতে পারে। অন্তত রাজ্যের স্বার্থে এই ধরনের হঠকারি মনোভাব থেকে দূরে সরে থাকা ভালো।

পুজো উপলক্ষ্যে নয়া আসবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শয়নের ক্ষেত্রে আরামপ্রদ শয্যা সকলেই পছন্দ করে। তবে আমরা প্রতিনিয়ত যে ধরনের শয়ন অভ্যাসে যুক্ত তা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কি না তা ভেবে দেখি না। যার ফলে খুব সহজেই বিভিন্ন রোগ গ্রাস করে আমাদের। বিশেষ করে স্পন্ডেলাইটিসের সমস্যা সমাজে অত্যন্ত প্রকট। এই ধরনের বিড়ম্বনা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে নীলকমল লিমিটেডের পক্ষ থেকে ৬টি নতুন ধরনের শয্যার উদ্বোধন করা হল বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে। বিজ্ঞানসম্মত এই শয্যাগুলি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময় উপযোগী। জানালেন নীলকমলের কর্ণধার হিতেন পারেখ। উপস্থিত ছিলেন নীলকমলের অন্য কর্তারাও।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ আগস্ট – ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মেষঃ সাফল্যের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। অন্যায়কে সহজে মেনে নিতে পারবেন না। বহুবিধ ঝঞ্জাটের মধ্যেও অর্থনৈতিক উন্নতি লক্ষিত হবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে সফলতা আসবে।

বৃষঃ মানসিক অশান্তি থাকলেও বহুবিধ বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। সংসারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যবসায় উত্থান পতনের মাধ্যমে অগ্রসর হবেন। পাকাশয়ে পীড়াযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ আসবে।

মিথুনঃ যা মনে করে কাজ করতে চলেছেন সেগুলিতে শুভফল পাবেন না। বিরোধীয় বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সাংসারিক পরিবেশ জটিল আকার ধারণ করবে। শিক্ষায় শুভফল পাবেন। ব্যবসায়ে নতুন যোগাযোগ আসবে।

কর্কটঃ সপ্তাহের শেষ দিক থেকে আশার কিছু অংশ সফল হবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। জলীয় ব্যবসায়ে লাভবান হবে। ব্যায়ের আধিক্য থাকবে।

সিংহঃ মনের জোর থাকলেও পারিপাশ্বিক পরিবেশ হতাশ করে তুলবে। মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতির কারকতা আছে। শিক্ষায় সফল হবেন। মামলা মোকদ্দমার ফল ভাল হবে না।

কন্যাঃ অহরহ চিন্তার মধ্যে থাকবেন। সন্দেহের ভাবকে পরিত্যাগ করা উচিত। পথে–ঘাটে দৈব–দুর্ঘটনার কারকতা আছে। পতি–পত্নির মধ্যে বিরোধের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ।

তুলাঃ আয় ও ব্যয়ের সমতা থাকবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে লাভযোগ লক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ ঝঞ্ঝাট ক্রমে ক্ষতি প্রদান করবে। বিবাহিত জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিকঃ বহুবিধ বিপদের মাঝখানেও রক্ষা পেতে দেখা যাবে। লেখ্য পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততির পীড়া চঞ্চলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

ধনুঃ মনের মতো শুভফল পাওয়া যাবে না, কিন্তু সহজে কেউ মাথা নত করাতে পারবে না। ঠাণ্ডা থেকে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। বয়স্কদের নিম্নাঙ্গে পীড়া যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির কারকতা নেই, বরং শত্রুতার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।

মকরঃ জমি–জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতির কারকতা রয়েছে। অর্শ বা আমাশয়ে অনেকে কষ্ট পাবেন। রক্তের উচ্চচাপ লক্ষিত হবে। বিবাহিত জীবন শুভ।

কুম্ভ ঃ দায়িত্বমূলক কাজে সফল হবেন। বিবিধ সমস্যার মধ্যেও গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে মন দিলে সফলতা আসবে।

মীনঃ শরীর ভাল যাবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। সুনামের ক্ষেত্রে বাধা আসবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ে বাধার মাধ্যমেও সাফল্য।

ধাতু বিপ্লব গড়ে তোলার আহ্বান বণিকভার বৈঠকে

ছবি : উৎপল কুমার রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: তামা, লোহা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ–সহ একাধিক ধাতুর ধারক বাহক দেশ ভারত। বলা যেতে পারে ধাতব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই দেশ। বিশেষ করে এদেশের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল তো ধাতুর ইতিহাসে একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে। পৃথিবীর কোলে ধাতুর এই ধামাকা দেখার মতো, অনুভব করার মতো। অথচ সেই ভারত এখন আন্তর্জাতিক ধাতব দুনিয়ায় প্রথম সারিতে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। যার প্রধান কারণ হিসাবে পরিগণিত করা হচ্ছে দেশের সরকারের নির্বুদ্ধিতা এবং এই সংক্রান্ত পরিকাঠামো না গড়ে তোলা। শুধুমাত্র ছোটনাগপুর অঞ্চলকে ভারত সরকার যদি আলাদাভাবে নজর দিত তবে প্রেক্ষাপট অনেকটাই পাল্টে যেত। তা না করে একের পর এক সরকার এই সংক্রান্ত কোনও সঠিক এবং স্বচ্ছ নীতি প্রতিস্থাপনে মনোনিবেশ করেনি। এই সব বিষয় এবং ধাতুর নানা উপকরণ নিয়েই আলোচনা জমে উঠেছিল বণিকভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এবং এমসিএক্স আয়োজিত সভায়। যাতে অংশ নিয়েছিলেন এ বিষয়ের বেশ কয়েকজন দক্ষ ব্যাক্তি। তাঁরা নিজেদের সুচারু বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরলেন শ্রোতাদের কাছে।

গ্রেট ইস্টার্নে অনুষ্ঠিত এই সভার তালভঙ্গ হল না এক বারের জন্যও। কারণ বক্তা তথা উপস্থাপকদের পাণ্ডিত্য একে আলাদা মাত্রা প্রদান করেছিল। আগামী দিনে এ ধরণের আরও বহু সভার আয়োজন করা হবে বলেও অঙ্গীকার করলেন সংগঠকরা। এবং একইসঙ্গে এও জানাতে ভুললেন না, এই ধরণের আলোচনার পাশাপাশি সরকারি সক্রিয়তার কথাও।

দিল্লির নয়া সরকারের কাছে পুরো সভাই আশা করছে যে সামনের দিকে মোদির নেতৃত্বে ধাতু বিষয়ক যথার্থ কমিটি যেন গড়ে ওঠে। এবং যা দেশের ধাতব জগতে কার্যত বিপ্লব বহন করে নিয়ে আসবে। এখনও দেশের বহু প্রান্ত রয়েছে যেখানে সঠিকভাবে ধাতু এবং তৈলসম্পদ উত্তোলন করা সম্ভব। যা ব্যাবস্থায়িত হলে আর দুনিয়ার অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না ভারতকে। পালটে যাবে গোটা আবহটাই। স্বয়ংস্বম্ভূ হয়ে উঠবে এই দেশ।

দেশসেবার প্রত্যক্ষ সুযোগ, সেনাবাহিনীতে যোগদান

হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে র‍্যালি ১৮–২৬ সেপ্টেম্বর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি থেকে স্নাতক।

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জেলা থেকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে প্রচুর সোলজার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। র‍্যালিতে কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। হাওড়া জেলার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে র‍্যালি আয়োজিত হবে ১৮ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর। তবে র‍্যালির প্রথম দিনটি, জানুয়ারি ২০১৫ ব্যাচের হাবিলদার (এডুকেশন) পদের কললেটার প্রাপ্ত প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত। শুধুমাত্র অবিবাহিত ছেলেরা র‍্যালিতে

কাজের খবর

অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে কলকাতা আর্মি রিক্রুটিং অফিস (১, গোখেল রোড, কলকাতা–২০)।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাটেগরিতে : সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার ক্লার্ক, স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল), সোলজার ট্রেডসম্যান, সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার জেনারেল ডিউটি (তফসিলি উপজাতি)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোলজার টেকনিক্যাল : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক এবং ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে পাশ নম্বর এবং মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা অটোমোবাইল বা কম্পিউটার সায়েন্সের ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারীরা মাধ্যমিকে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সোলজার জেনারেল ডিউটি: মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর–সহ মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের মাধ্যমিকে এই নম্বর না থাকলেও চলবে। সোলজার জেনারেল ডিউটি (তফসিলি উপজাতি /আদিবাসী) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাশ।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) : উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক, বুক কিপিং ও অ্যাকাউন্ট্যান্সির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে এবং এই বিষয়গুলির প্রতিটিতে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে অঙ্ক বা বুক কিপিং বা অ্যাকাউন্ট্যান্সির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকলে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কিন্তু না পড়ে থাকলে সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা বুক কিপিংয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। সর্বভারতীয় মেধাতালিকা অনুসারে নিয়োগ হবে।

সোলজার ট্রেডসম্যান : মাধ্যমিক।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার, হাউসকিপার) : ক্লাস এইট পাশ।

বয়স : সোলজার জিডি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অন্য সবকটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। সবকটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রেই জন্মতারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ এবং অন্যসব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্মতারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১–এর আগে হলে চলবে না।

দৈহিক মাপজোক : সোলজার ক্লার্ক/ স্টোরকিপার ও সোলজার জি ডি (তফসিলি উপজাতি) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি এবং অন্যসব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি)। **বুকের ছাতি :** সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬–৮১ সেমি। অন্য সবকটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি।

ওজন : সোলজার জিডি (এসটি/আদিবাসী) ও সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ কেজি। রাজ্য ও জাতীয়স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জেলা থেকে

ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই, মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে সর্বোচ্চ ৬.২০ মিনিটে (সোলজার জি ডি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ মিনিটে)। ১.৬ কিমি দৌড়, জিগজ্যাগ ব্যালান্স, কমপক্ষে ৬টি বিম ও ৯ফুট লং জাম্প (ডিচি)। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা।

এন সি সি সার্টিফিকেট বা স্বীকৃত স্পোর্টস সার্টিফিকেট থাকলে বোনাস নম্বর পাওয়া যাবে। সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ছেলেরাও বোনাস নম্বর পাবেন। ডোয়েক 'ও' লেভেল সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির প্রার্থীরা অতিরিক্ত ১৫ নম্বর পাবেন। এন সি সি 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার জেনারেল ডিউটি ও সোলজার ট্রেডসম্যান পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না এবং সোলজার ক্লাক/স্টোরকিপার ও সোলজার টেকনিক্যাল পদের প্রার্থীরা অতিরিক্ত ১৫ নম্বর পাবেন।

এন সি সি 'সি' সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীরা প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে থাকলে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না।

লিখিত পরীক্ষা সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ২০০, অন্যান্য ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের। সময় ১ ঘণ্টা। জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে জিকে, জেনারেল সায়েন্স ও অঙ্ক, সোলজার টেকনিক্যাল ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জিকে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্কের প্রশ্ন হবে।

সোলজার ক্লাক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পরীক্ষা হবে দুটি অংশে। প্রতি অংশে নম্বর ১০০। প্রথমাংশে জিকে, জেনারেল সায়েন্স, অঙ্ক ও কম্পিউটার সায়েন্সের অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। দ্বিতীয়াংশে ইংরেজির মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষা ১৮ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর। সব ক্যাটেগরির প্রার্থীদেরই লিখিত পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর। পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা র‍্যালির সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

র‍্যালির সূচি : ১৮ সেপ্টেম্বর র‍্যালিতে যাবেন শুধু হাবিলদার এডুকেশন পদের প্রার্থীরা। কললেটার পেয়ে থাকতে হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর র‍্যালিতে যাবেন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীরা। এই ক্যাটেগরির র‍্যালিতে কলকাতা, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রার্থীরা যাবেন ২০ সেপ্টেম্বর। ২১ সেপ্টেম্বর ক্লার্ক, স্টোরকিপার ক্যাটেগরির র‍্যালি। যাবেন কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রার্থীরা। এই পাঁচ জেলার প্রার্থীরাই সোলজার টেকনিক্যাল ক্যাটেগরির র‍্যালিতে যাবেন ২২ সেপ্টেম্বর। সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির র‍্যালি ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর। ২৩ সেপ্টেম্বর র‍্যালিতে যাবেন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রার্থীরা, ২৪ সেপ্টেম্বর র‍্যালিতে যাবেন কলকাতা, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রার্থীরা। ২৫ সেপ্টেম্বর ডি এস সি এনরোলমেন্ট। এদিনই সোলজার ট্রেডসম্যান প্রার্থীদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েশনের (থাকলে) অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির প্রত্যায়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচার সহ স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এং সেগুলির প্রত্যয়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণরা জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট বার্থ/ডেথ রেজিস্ট্রারের কাছে থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িতনকল সঙ্গে রাখবেন।

টুকরো–টাকরা

সিপিএমের পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দির বাজার: গত মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার থানার আজনা গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থার ভোটাভুটিতে সিপিএম–এর থেকে ছিনিয়ে নিল তৃণমূল। আজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ১০টি ছিল সিপিএমের, ৭টি তৃণমূলের। প্রধান ছিলেন সিপিএমের সুদেষ্ণা নস্কর। ইতিমধ্যে তৃণমূলে যোগদান করা উপ–প্রধান আমন মোল্লা–সহ আরও ৩ জন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে অনস্থার ডাক দেয়। তাতেই ভরাডুবি হয় সিপিএমের। এখন তৃণমূলের ১১টি ও সিপিএমের ৬টি আসন।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মৎস্যজীবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার সকালে নদীতে কাঁকড়া ধরার সময় হঠাৎ একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক মৎস্যজীবীর উপর আক্রমণ করলে মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়। মৃত মৎস্যজীবীর নাম শেখর বিশ্বাস (৩০), বাড়ি গোসাবার বালি ৯ নম্বর গ্রামে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পীরখালি–২ জঙ্গল এলাকায়। শেখর ও আরও ২ জন মৎস্যজীবী একটি নৌকা করে বিদ্যা নদীতে কাঁকড়া ধরতে যায়। একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখরবাবুর উপর। বাকি মৎস্যজীবীরা লাঠি নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও শেষ রক্ষা হয়নি।

আগ্নেয়াস্ত্র–সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ক্যানিং–এর গোপালপুর পঞ্চায়েতের বালুরকাকা গ্রাম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র–সহ গ্রেফতার করে ১ জনকে। ধৃত ব্যক্তির নাম রামপদ মণ্ডল। জানা গিয়েছে, রামপদ বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার করত। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পূর্ব) রুপেশ কুমার বলেন পুলিশ হানা দিয়ে তার বাড়ি থেকে ২৯ রাউন্ড কার্তুজ, ১টি ড্রিল মেশিন, ৪৯টি বুলেট হেড, ৪টি বারো বোল্ট বুলেট–সহ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।

সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ শিবির

কুনাল মালিক, আলিপুর: গত ১৮–২২ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির বুড়ুল ধর্মতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবির হল। শিবিরে বজবজ–১ ও ২, বিষ্ণুপুর–২ এবং ফলতা ব্লকের ১৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাথমিক চিকিৎসা, অগ্নি নির্বাপনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বজবজ সিভিল ডিফেন্সের স্টাফ অফিসার রত্না ঘোষ, কাশীনাথ বেরা এবং ডেমনস্ট্রেটর চিত্তরঞ্জন দোলুই, সত্যজিৎ মান্না, সঞ্জিত জানা, সোমা হালদার প্রশিক্ষণ দেন। শিবির পরিদর্শন করেন জেলার সিভিল ডিফেন্সের এডিসি প্রবীর সরকার এবং বজবজ–২ নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ কাঞ্জিলাল। সমগ্র শিবিরের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বজবজ সিভিল ডিফেন্সের ডিভিশনাল ওয়ার্ডেন গণেশ ঘোষ।

বাসরুট উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার ও ফলতা নতুন বাসরুট উদ্বোধন করেন ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক হালদার, ফলতার বিধায়ক তমানোশ ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনে পর্যটকদের জন্য মোটেল

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। ভারতের প্রাচীন শহর এই ক্যানিংয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পর্যটকদের জন্য নির্মাণ হচ্ছে মোটেল। এই মোটেলে পর্যটকদের জন্য যেমন থাকবে উন্নতমানের খাওয়া–থাকার ব্যবস্থা, তেমনি থাকবে এটিএম পরিষেবা থেকে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মাতলা নদীর ধারে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার মতন পরিবেশে ক্যানিং পুরাতন নৌকাঘাটের সংলগ্ন জমিতে গড়ে উঠছে মোটেলটি। ২০১৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর শিলান্যাস করেন। যার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। কাজ শুরু হয় এই বছর ১৫ জানুয়ারি। শেষ হওয়ার কথা ২৭০ দিনে।

মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবন সফরে এসে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণা করেন এবং বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। তিনি শিলান্যাস করে বলেন, আমাদের শিলান্যাসে শ্যাওলা পড়ে না। বিগত বাম সরকারের আমলে শিলান্যাসে শ্যাওলা পড়ে জঙ্গল তৈরি হয়ে যেত।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তব করতে প্রকল্পের কাজগুলি বাস্তব রূপ দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, আধিকারিক, সচিব, সরকারি কর্মচারীরা।

ক্যানিং মাতলা নদীর ধারে মোটেলটি নির্মাণ হয়ে গেলে উপকৃত হবেন সুন্দরবনের পর্যটকরা। একদিকে যেমন রেল পথ, অপর দিকে সড়ক পথ, যে কোনও পথ থেকে পর্যটকরা সুন্দরবনে এলে এখানে সবরকমের সুযোগ সুবিধা পাবে। এক দিকে ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্র, পিয়ালির কেল্লা, পাতলা নদীর মনোরম দৃশ্য। অপরদিকে সুন্দরবনের সব চেয়ে বড় ক্যানিং মাতলা ব্রিজ পেরিয়ে বাসন্তীর ঝড়খালি, পাখিরালয়, সজনেখালি প্রমুখ ভ্রমণ স্থানগুলি উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। সুন্দরবনকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে নতুন নতুন একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। এমনকী বেশ কিছু কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সুন্দরবনের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে এবং সবরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে মোটেল। এর ফলে বহু পর্যটক উপকৃত হবেন এবং সঙ্গে

এলাকার বহু মানুষর কর্মসংস্থান হবে। তেমনি এই নদীর ধারে গড়ে উঠবে পর্যটকদের জন্য ইকোপার্ক। এই ইকোপার্কের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্রথম পর্যায়ে।

নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান

ছবি : স্টুডিও আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি গত ২৩ আগস্ট বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করল। গত উৎসব মরশুমের শারদ, দীপাবলী, জগদ্ধাত্রী ও মহরম সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস, ডিএসপি চন্দন ব্যানার্জি, আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, জেলা পরিষদের সদস্যা রীতা মিত্র, অজয় রাওলা প্রমুখ। আইসি শান্তিনাথ পাঁজা আসন্ন উৎসব উপলক্ষে সকলকে বলেন, সরকারি নিয়ম মেনে শান্তিপূর্ণ উৎসব পালন করতে হবে। নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি এবারও বিভিন্ন সম্মান প্রদান করবে। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে কলাবিহার নৃত্য প্রতিষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মানিক কর্মকার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নোদাখালি থানার পুলিশ আধিকারিক আতিবুর রহমান এবং কুনাল মালিক।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী

সুমনা সাহা দাস

কলকাতা: তুলির সূক্ষ্ম টানে, রঙের খেলায় শিল্পী মন যখন মেতে ওঠে, সাদা ক্যানভাসে তখন রচিত হয় রঙিন বিপ্লব। কখনও তা জীবনকে তুলে ধরে, কখনও বা কল্পনার মিশেলে উঠে আসে অনন্য শিল্পকলা। এই শিল্পকলার বিপুল সম্ভার নিয়ে আয়োজিত চিত্র ও স্থাপত্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল ২৩ থেকে ২৮ আগস্ট গ্যালারি গোল্ড প্রদর্শনীশালায়।

আর্টিস্টিক ইম্প্রেশনের শিল্পীদের মিলিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত প্রদর্শনীর মূল ভাবনা ছিল 'গণেশ'। নানা রূপে নানা বর্ণে ও নানা আকৃতিতে 'সিদ্ধিদাতা'র এই বন্দনার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী অলোকানন্দা রায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী সুতপা ভট্টাচার্য–সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা। অ্যাক্রিলিক, ড্রাই–ক্যানভাস, প্যাস্টেল, গ্লাস পেন্টিং, অয়েল পেন্টিং–সহ নানা রঙের ব্যবহারে তৈরি করা হয়েছে চিত্রগুলি, তবে সবথেকে মূল্যবান (১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) চিত্রটি তৈরি হয়েছে উডেন ট্যাপেস্ট্রি অর্থাৎ সুতোর বুনোনে। শিল্পী ও প্রদর্শনীর অন্যতম কিউরেটর নবকিশোর চন্দ জানান, '২৯ আগস্ট গণেশ চতুর্থীর কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতি আমাদের এই ভক্তি নিবেদন। পূর্বভারতে গণেশ চতুর্থী উদযাপনের এমন অভিনব ভাবনা আমরা প্রথম নিয়েছি এবং আশা করছি আগামী দিনে এটি আরও বৃহৎ আকার নেবে এবং ভাবনাটি ছড়িয়ে যাবে।'

মেডিকেয়ার নার্সিং হোম

মেটারনিটি অ্যান্ড নার্সিং হোম

(গভঃরেজিঃ)

এখানে অল্প খরচে সমস্ত অপারেশন, ডেলিভারি ও সকল প্রকার রোগের সুচিকিৎসা করা হয়।

দিবারাত্রি ডাক্তারবাবু উপস্থিত থাকেন।

প্রোঃ – ডাঃ মসিহুর রহমান

ডোঙ্গারিয়া চৌরাস্তা মোড়

(ইলেকট্রিক অফিসের সামনে)

নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

যোগাযোগ ঃ– ০৩৩২৪৭০০৭৮৫, ৯৮৩০৭১৭৭৮৬, ৯৪৩৩৭১৭৭৮৬

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৩০ আগস্ট–৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

বিসর্জনে দুর্গাপ্রতিমার অবমাননা বন্ধ হোক

পুরাণের নানা কাহিনীতে মহাদেবের জটায় অবস্থানকারিনী মা গঙ্গার সঙ্গে মেনকা নন্দিনী মহাদেবপত্নী উমার বিরোধের কথা নানা লোকগাথায় ছড়িয়ে আছে। বাস্তবেও কী মা দুর্গা ও মা গঙ্গার মধ্যে বিরোধ বিচ্ছেদ আসন্ন! অন্তত কিছু 'পরিবেশবিদ' যাঁরা দুর্গাপূজার ভাসানের প্রাক্ কালেও ভাসান চলাকালে আইনের ফরমান আর হাতে ক্যামেরা নিয়ে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে, দেশের অগনিত ভক্তদের আবেগকে উপেক্ষা করে প্রচারের উৎকট আলোয় আলোকিত হয়ে থাকেন তাঁদের বদান্যতায় আগামী দিনে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনে পূজা উদ্যোক্তরা কতটুকু বিসর্জনের উৎসব সম্পন্ন করতে পারবেন তা আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর মা গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখতে ওইসব অতিসক্রিয় পরিবেশবিদদের দেখা মেলে না। মা গঙ্গাকে কলুষমুক্ত রাখা জরুরি, বিশেষ করে শিল্প আর মনুষ্যবর্জ্য যখন প্রতিনিয়িত গঙ্গার দূষণমাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে।

বহু বাড়িতে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মা দুর্গার পুজো হয়ে থাকে। পাড়া ক্লাবের উদ্যোক্তরা রাতদিন এক করে কঠোর পরিশ্রমে পূজোর আয়োজন করে থাকেন। অথচ ইদানীং ভাসানের সময় দেবী প্রতিমার চূড়ান্ত অবহেলা প্রতিবছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেবী প্রতিমাসহ পূজা উপকরণগুলি মূলত পচনশীল এবং জলজ প্রাণীদের পক্ষে উপকারী। অথচ আইনের নির্দেশে নবপত্রিকা অর্থাৎ কলা বৌকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে পুরসভার ভ্যাটে, ফুলমালাগুলিকেও গঙ্গা স্পর্শের সুযোগ দেওয়া হয় না। অতিসক্রিয় পুরসভার কিছুকর্মী ও পরিবেশকর্মীদের তৎপরতায় মা দুর্গাকে গঙ্গায় দেওয়া মাত্র দড়ি দিয়ে, কিংবা ক্রেণ দিয়ে যেভাবে পাড়ের ওপর নিয়ে আসা হয় তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, লজ্জাকর। চারদিন যাঁকে ভক্তিভরে মা বলে পুজো করা হল আর গঙ্গায় ভাসানের নামে চূড়ান্ত অবমাননাকর অবস্থায় মা দুর্গাকে ফেলে রাখা হয়। এরপর সোজা পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়িতে অর্ধেক বিসর্জন দেওয়া মা দুর্গার প্রতিমা চলে যায় পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড ধাপায়। মাঝে মধ্যেই গঙ্গার ঘাটে বিশেষ করে বাবুঘাটে পুজোর উদ্যোক্তরা জড়িয়ে পড়েন অপ্রিয় আচরণে। এবার অন্তত বাংলার পুজো উদ্যোক্তা ও প্রশাসন এই বছর বছর মা আরাধনার পর মাতৃ অবমাননা বন্ধ করুন। এত বছর চলে আসা বিসর্জন রীতি 'দূষণে'র অজুহাতে দৃশ্য দূষণের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না।

অমৃতকথা

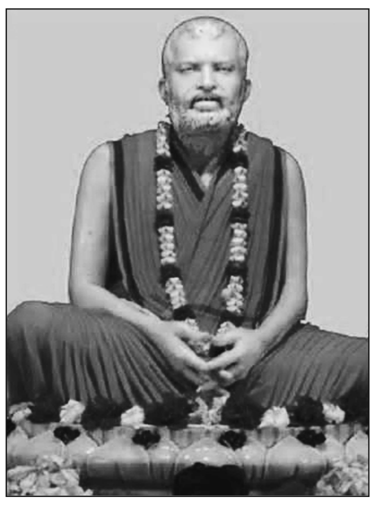

৩১১। যেমন ঘণ্টার শব্দ যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ সাকার, তারপর নিরাকার। ব্রহ্মও সেইরকম সাকার এবং নিরাকার।

৩১২। যেমন সোলার আতা, মাটির হাতি দেখে আসল আতা ও হাতি মনে পড়ে, সেইরকম প্রতিমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।

৩১৩। কোনও সময়ে কেশবচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিমা দেখলে মাটি খড় তোমার মনে আসে কেন? সচ্চিদানন্দময়ী মা মনে আসেন না কেন?'

২১৪। আগে গোটা লেখা অভ্যাস হলে পরে ছোট হরফ সহজে লিখতে পারা যায়, সেইরকম আগে সাকারে মন বললে সহজেই নিরাকারকে ধরতে পারা যায়।

৩১৫। যেমন টিপ (লক্ষ্য) শিখতে হলে আগে মোটা জিনিসের ওপর টিপ করতে হয়, তারপর সূক্ষ্ম জিনিসেও টিপ করা যায়, সেইরকম সাকার মূর্তিতে মন স্থির হলে নিরাকার মুর্তিতেও মন সহজে স্থির করা যায়।

৩১৬। যেমন এক চিনিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মঠ তৈরি হয়, তেমনি এক ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হয়ে থাকেন।

৩১৭। যেমন কালীঘাটের মায়ের বাড়ি যাবার অনেক পথ আছে, সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক এক পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

৩১৮। যেমন এক সোনাতে ননারকম গহনা তৈরি হয়। গহনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হোলেও যেমন সকলেই এক সোনা, সেইরকম ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হন এবং বিভিন্ন নামে ও ভাবে পূজিত হলেও সরলকার ভেতর সেই একই ঈশ্বর।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

ফেসবুক বার্তা

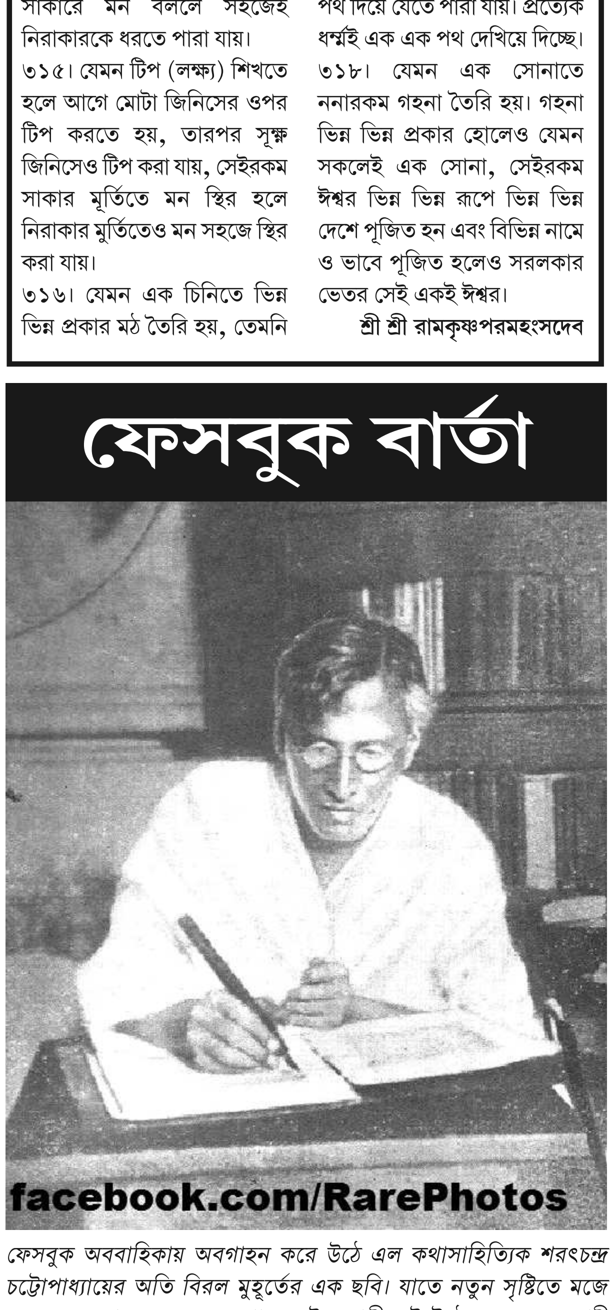

ফেসবুক অববাহিকায় অবগাহন করে উঠে এল কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতি বিরল মুহূর্তের এক ছবি। যাতে নতুন সৃষ্টিতে মজে রয়েছেন লেখক। কে বলতে পারে এই লেখনীতেই উঠে এসেছে সব্যসাচী কিংবা মেজদাকে নিয়ে শরৎবাবুর অমর সাহিত্য সৃষ্টি।

রাজা তুমি বসন পরো : সংস্কারের প্রয়োজন ন্যায়ালয়তেও

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থা হল নাগরিকের ন্যায় বিচার এবং অধিকার রক্ষার আশ্রয়স্থল। সাম্প্রতিক কালে ভারতের সর্বোচ্চ ও মহা বিচারালয়ের কতিপয় বিচারপতির কাজকর্ম নিয়ে যেভাবে একের পর এক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে, তাতে সাধারণ নাগরিকের আশঙ্কা 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে না কাঁদে'। ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য আইন–শাসন বিভাগের সঙ্গে স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ গড়ে তোলার বিষয় মন্টেস্কু তার 'স্পিরিট অব লজ'–এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্র বিচারবিভাগের নিরপেক্ষ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের শক্তিশালী ভূমিকা ১৮০৩ সালে ম্যাডিসন–ম্যারবারি মামলায় প্রধান বিচারপতি ইউজেস বলেছিলেন, বিচারপতি যা বলেন তাই সংবিধান। বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রিমকোর্টে শক্তিশালী ভূমিকাকে বজায় রেখেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতার ৬৮ বছরেও আমাদের সময় আসেনি যে বিচারবিভাগ বলতে পারে গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তম্ভ শক্তিশালী। পরিবর্তে এক জনস্বার্থ মামলায় প্রধান বিচারপতি আর এম লোধার নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চও উল্লেখ করেছে। বিচারবিভাগের কাজকর্ম নিয়ে যে ভুল বোঝানো হচ্ছে তার জন্য উদ্বিগ্ন।

ঘটনার সূত্রপাত সুপ্রিমকোর্টে প্রাক্তন বিচারপতি মার্কন্ডেয় কাটজু, তাঁর ট্যুইটার এবং ব্লগে অভিযোগ করেছেন, সুপ্রিমকোর্টের তিন প্রধান বিচারপতি এসকেএইচ কাপাডিয়া, কে ডি বালাকৃষ্ণন এবং ওয়াইকে সবেরমল রাজনৈতিক প্রশাসকদের ধারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। এমনকী প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কাপাডিয়া কাটজুর টেলিফোনে আড়ি পাতার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও কাপাডিয়া এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, বিচারপতিদের দুর্নীতি নিয়ে গোয়েন্দা দফতর (ইন্ট্যালিজেন্স ব্যুরো) তদন্ত করেছে। মার্কন্ডেয় কাটজুর অভিযোগের ভিত্তি হল, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শাসকদলের এক নেতাকে বাঁচাতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিচারপতিকে অনুরোধ করেছিলেন। এছাড়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন মার্কন্ডেয় কাটজু পাঁচ বিচারপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ব্যর্থ হয়েছেন। বর্তমান প্রেস কাউন্সিলের সদ্য নির্বাচিত চেয়ারম্যান অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনের প্রত্যক্ষ–পরোক্ষ হস্তক্ষেপের কথা।

বিচার ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক নেতাদের খবরদারি নতুন কিছু নয়। বিচারপতি নিয়োগ থেকে রায়দানের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করা নিয়ে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। ফেরা আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজিত কুমার সেনগুপ্তর জেল হয়েছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে অজিত কুমার সেনগুপ্তর ঘনিষ্ঠদের যুক্তি হল, অতীতে বাম সরকার বিরোধী রায় দানের প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি রামস্বামীর বিরুদ্ধে ১৯৯০–এর দশকে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সংসদে ইমপিচমেন্ট করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন সৌমিত্র সেনের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পদত্যাগ করে বিচারব্যবস্থার সম্মান রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা দেখাননি। সংসদে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনে তাঁকে পদচ্যুত করতে বাধ্য করা হয়।

বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপের ট্যাডিশন শুরু হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে। রাজনৈতিক সরকার সবসময় চায় বিচারবিভাগ সরকারি কাজকর্মের অস্বচ্ছতা, দুর্নীতির সত্যতাকে বিচার না করে সরকারের স্তাবকতা করবে। এই কারণে ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধি সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ রায়কে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন বর্ষীয়াণ বিচারপতি শিলিত হেগড়ে এবং গ্রোভারকে টপকে। বর্তমানে বিচারবিভাগের ওপর প্রভাব খাটানোর একই দৃষ্টান্ত রাখলেন নরেন্দ্র মোদি সরকার। প্রাক্তন সলিসিটর গোপাল সুব্রমনিয়ামের নামে বিচারপতি নিয়োগ কলেজিয়ামের তিন বরিষ্ঠ বিচারপতি সদস্য সম্মতি প্রকাশ করলেও সরকারের অসম্মতিতে বিচারপতি পদে তাঁর নাম বাদ দিয়ে উদয় ললিতকে বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়। যিনি ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত বিজেপি'র বর্তমান সভাপতি অমিত শাহর আইনজীবি ছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪৬ এবং ২২৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, সুপ্রিমকোর্টে এবং হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি এবং সন্তুষ্টি বিধানই শেষ কথা। ১৯৯৩ সালে এমপি গুপ্ত মামলায় সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় যে সুপ্রিমকোর্টে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি–সহ চার বরিষ্ঠ বিশিষ্ট বিচারপতির সিদ্ধান্তই শেষ কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গোপাল সুব্রমনিয়ামকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শেষ সিদ্ধান্তের পারদর্শিতা কে দেখাল? এ বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবির বক্তব্য হল, প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে ২ বার অসম্মতি প্রকাশ করলেও তৃতীয়বারে এই পদের সম্মান রক্ষার্থে কলেজিয়াসের অসম্মতিতে সম্মতির শিলমোহর দিতে হয়।

২০১৩ সালে বিচারপতি নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত ১২তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি রাজ্যসভায় হলেও স্ট্যান্ডিং কমিটির বাধায় ইউপিএ সরকার বাধ্য হয় বিলটি তুলে নিতে। সম্প্রতি বিজেপি সরকারের আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ লোকসভায় 'জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন' সংক্রান্ত ১২১তম সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশ করেছেন। পূর্বতন বিলের ন্যায় এই বিলে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের শীর্ষে থাকবেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি–সহ দু'জন প্রবীণ বিচারপতি। দুইজন প্রখ্যাত আইনজীবি এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। আগের বিলে লোকসভার বিরোধী দল নেতাকে যুক্ত করা ছিল কিন্তু বর্তমান বিলে তার উল্লেখ নেই। পেশাদারী ব্যক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের মধ্য থেকে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তবে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী লিখিত বক্তব্য গুরুত্ব পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতীয় বিচারবব্যস্থায় রাজনীতিকরণ ও দুর্নীতি নিয়ে যেভাবে বিচারপতি প্রখ্যাত আইনজীবীরা অভিযোগ একের পর এক করে চলেছেন তার ফলে ন্যায়বিচার শব্দটি যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। কতিপয় বিচারপতিরা রায় দান করতে গিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ–অর্থের প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারছে না। অথচ বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে নিয়োগ–বদলি–আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু–? বিশিষ্ট আইনবিদ প্রশান্ত ভূষণ সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের সামনেই গতবছর সমালোচনা করে উল্লেখ করেছিলেন, দশ জন বিচারপতির মধ্যে ৫ জন দুর্নীতিগ্রস্ত, ৩ জন সৎ বাকি ২ জন সম্বন্ধে তার কোনও মতামত নেই। আদালত অবমাননার দায়ে প্রশান্ত ভূষণকে জেলে ঢোকানোর হুমকি দেওয়া হয়। এই আদালত অবমাননার বিরোধিতা করে প্রশান্ত ভূষণের বাবা প্রখ্যাত আইনজীবি শান্তিভূষণ বলেছিলেন, তাঁর পুত্রকে গ্রেফতার করার আগে তাঁকে যেন গ্রেফতার করা হয়। তিনিও একই অভিযোগ করছেন, বিচারপতি মার্কেন্ডেয় কাটজু–অশোক গাঙ্গুলি, আইনজীবি রাম জেঠমালানি বা প্রশান্ত ভূষণ শুধু নয়। সুপ্রিমকোর্টে বা হাইকোর্টের সৎ নিরপেক্ষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সঙ্গে কথা বললে শোনা যায় বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কোন কোন বিচারক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তাঁদের আক্ষেপ, দুর্নীতির সঙ্গে যুগ্ম বিচারপতিরা ভুলে যায়, ভারতীয় বিচারব্যবস্থার আদর্শ, ন্যায় নীতিনিষ্ঠতার কথা। সৎ বিচারপতি পাতঞ্জপ শাস্ত্রী, বি কে মুখোপাধ্যায়, বিডিয়ান বসু, ওয়াই ডি চন্দ্রচূড়, গ্রোভার, এমএসএস আনন্দ, মনোজ মুখোপাধ্যায়, মুরারী দত্ত, পি এন ভগবতী–সহ কয়েকশো বিচারপতির রায়দানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা নিরপেক্ষতা চোখে পড়ার মতো। অথচ দুধের পাত্রে চোনা পড়ার মতন অভিযোগ যখন আসছে তখন তারা আদালত অবমাননার বর্ম ব্যবহার করে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ১৯২৬ সালে আইন প্রণয়ন করে হাইকোর্ট তার অবমাননার জন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতার পর ১৯৫২ এবং ১৯৭১ সালে এই আইনের সংশোধন করে বলা হয় যে, কোনও বিচারককে আক্রমণ করে এমন কোনও লিখিত মানহানিকর বিষয় সেই বিচারকের সম্পর্কে লিখিত কুৎসা বলে গণ্য হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা ন্যায়াধীন এবং সংসদ নামক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা বলতে পারে।

২০০০ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ২ দিনের বিচারবিভাগীয় সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা চক্রে প্রাক্তন বিচারপতি ডেভিড অনুস্বামী সুপ্রিমকোর্টে হাইকোর্টের বিচারপতিদের কাজকর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য Social Andit বা সামাজিক নিরীক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই কারণে জাতীয় বিচারবিভাগীয় কমিশন গড়ে তোলার সুপারিশ তিনি করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের জন্য আইনবিভাগের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও জাতীয় বিচারবিভাগীয় কমিশন (National Judicial Commission) গড়ে তোলার উদ্যোগ চোখে পড়েনি। গণতন্ত্র–জনস্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বিচারবিভাগের। জনস্বার্থ রক্ষায় বিচারবিভাগের উদ্যোগ ১৯৯০–এর দশক থেকে সক্রিয়। আমরা যেন ভুলে না যাই, সুপ্রিমকোর্ট পৌর সংখ্যালঘু অধিকারের রক্ষক এবং সামাজিক বিপ্লবের অভিভাবক। নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিচারবিভাগের রায় অনেকক্ষেত্রেই ইতিবাচক। পৃথিবীর বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক বিশ্বাসের নয়নমণি হোক বিচারবিভাগ। এই কথাটি প্রতিফলিত হয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি জে এস ভার্মা'র উদ্ধৃতিতে 'Be you ever so high, but law is above you.'

পুনশ্চঃ সাধু সাবধান। ধুনি জ্বালাও...।

যাওয়া আসার পথে–পথে

মহিলার গলার নকল সোনাটা চিকচিক করে ওঠে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

রথের দিন বিকেল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টিটা ক্রমশ বাড়ছে। বাস থেকে নামার পরে অঝোরে শুরু হল। প্যাসেঞ্জার শেডের তলায় দাঁড়িয়ে না থেকে ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনের দিকে দৌড় লাগালাম। স্টেশনে ঢুকে দেখলাম, প্লাটফর্মগুলো অন্যদিনের তুলনায় ভিড়ে ঠাসা নয়। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, শিয়ালদা বনগাঁ আপ ট্রেন পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। সন্ধ্যা ৬.৩৬ মিনিটের বারো বগির বনগাঁ লোকাল, ভেন্ডার কামরায় চাপলাম। ভেন্ডার কামরা নানা কারণে আমার পছন্দ। প্রথমত ভিড় একটু কম থাকে। দ্বিতীয়ত গায়ে–গতরে খাটা লোক বেশি থাকেন, তাই অযথা ঝগড়া করেন কম। তৃতীয়ত নানাধরনের মানুষ থাকেন, তাঁদের সঙ্গে মত আদান প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। সেদিন একে রথ, তারপর বৃষ্টি, তাই ট্রেনটাও ফাঁকা। হাত–পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে।

আনমনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম, এক মহিলা বলছেন, 'আজ আমার পাঁচ–ছ'শ টাকা লস হয়ে গেল।' এই মাগ্গিগন্ডার বাজারে লস শুনলেই মনটা খারাপ হয়। ফিরে তাকালাম। দেখলাম, এক মধ্য তিরিশের মহিলা রং চং–এ শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছেন। গলায় নকল সোনার হার। কপালে বেশ বড় একটা সিঁদুরের টিপ। বেশ জ্বল জ্বল করছে ওটা। মহিলা কথা বলেই চলেছেন। যেন কথার ফুলঝুরি ছুটছে। মহিলার সঙ্গী এক পুরুষ জিজ্ঞেস করলেন,

– লস হল কেনগো?

– আজ সকালে পাঁচ–ছ'শ টাকায় তেল, ময়দা, পাঁপড়, পেঁয়াজ কিনেছিলাম। রথের মেলায় তেলেভাজার দোকান দিতাম। কিন্তু এই বৃষ্টিতে তো সেটা হল না। কেনা মালগুলো ঘরে পড়ে আছে।

– ইস! এত টাকা ক্ষতি হয়ে গেল? ভদ্রলোক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

– ইস আস করার দরকার নেই। আমি ঠিক টাকা তুলে নেব। মহিলা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন ওটা।

– কীভাবে? আমি ততক্ষণে ওদের কথার শরিক হয়ে গিয়েছি। কৌতূহল চাপতে পারি না। তাই সরাসরি প্রশ্নটা করে বসি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অবস্থা বুঝে বাসে ট্রেনে এসব কৌতূহল দেখালে সাধারণত অসুবিধা হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হল। মহিলা বললেন,

– সন্ধ্যার পরে তো বৃষ্টি কমবে নাকি? তখন মোদোমাতালদের পাশে দোকানটা লাগিয়ে দেব। ব্যাস, সব মাল উঠে যাবে।

কি সহজ সমাধান না! মহিলার নিজের ওপর অনেক জোর দেখতে পাচ্ছি। ভালো লাগে। কৌতূহলী হই সেই মহিলা সম্বন্ধে।

– কোথায় থাকেন?

– দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের পাশে রেলের জায়গায়। তবে ওখানে আমি রাত্রে গিয়ে শুধু শুয়ে পড়ি। ভোরবেলায় উঠে চলে যাই শিয়ালদায়। ওখানে ফল কিনি পাইকারি রেটে। তারপর ওখানেই পাশে বসে পড়ে খুচরো বিক্রি করি। দুপুরে ওখানে ফুটপাতের কোনো হোটেলে খাই। ফিরি সন্ধে বেলার এই বনগাঁ লোকালে। ওখানে যা মাল বাঁচে, সেটা স্টেশনে প্লাটফর্মে বসে বিক্রি করে দিই। বাড়ি গেলে বস্তির সেই ক্যাঁচর ক্যাঁচর ভালো লাগে না। তবে সারাদিন বেশ ভালো টাকা কামাই করি।

একসঙ্গে সারাদিনের রোজনামচা বলে গেলেন তিনি। তিনি হয়তো বুঝেছিলেন, আমি তাঁর পুরোটাই জানতে চাই। আর এঁরা তথ্য দেওয়ার বিষয়ে রাখঢাক রাখেন না। মহিলার টাকা রোজাগারের বিষয়ে সন্তুষ্টি দেখে ভালো লাগে। বলি, বা! আপনি তো ভালোই আছেন।

– থাকব না কেন? ভগবান তো আমাকে ছপ্পর ফাটিয়েই দেবে।

ভগবান তাঁকে 'ছপ্পর ফাটিয়ে' দেবেন কেন, জানতে চাই।

– কেন, আবার কি? পুরো সংসারে আমিই তো একা রোজগার করি। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী একটা ছেলে আছে। ছেলে ক্লাস সেভেন–এ পড়ে। স্বামী প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার ছিল। হঠাৎ ব্রেন টিউমার ধরা পড়ল। ধীরে ধীরে পাগল হয়ে গেল লোকটা। চাকরি থেকে সরকার ছাড়িয়ে দিল। আমাকে দিতে চেয়েছিল চাকরিটা। কিন্তু আমি তো ক–অক্ষর গোমাংস। একেবারে মূর্খ। ছেলেটাও ছোট। কালকে ওর জন্য একটা 'কম্পুটার' (কম্পিউটার) কিনে দিতে হয়েছে। স্কুলে বলেছে, ওটা শিখতে হবে। ভগবান তো জানে, আমাকে ছপ্পর ফাটিয়ে না দিলে আমার চলবে না। এতগুলো লোকের সংসার আমি টানবো কীভাবে? ছেলেটাকেইবা মানুষ করব কী করে? এসবের জন্য তো টাকা লাগে নাকি?

মহিলার যোদ্ধাসুলভ মানসিকতা আমাকে মুগ্ধ করল। সেই মুগ্ধতা আমার চোখে মুখে। মহিলা এবার একটু গলা নামালেন। বললেন, 'রেলের জায়গায় থাকি। কোনো ভরসা নেই। যে কোনোদিন তুলে দেবে। এরজন্য হিঙ্গলগঞ্জে একটা জায়গা কিনে রেখেছি।'

মহিলার গলার নকল সোনাটা চিকচিক করে ওঠে।

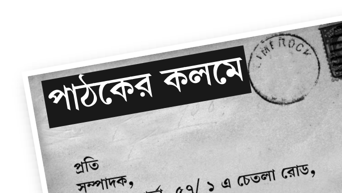

উপনির্বাচনে বিজেপি'র সম্ভাবনা উজ্জ্বল

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার চৌরঙ্গী এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট দক্ষিণে উপনির্বাচনে। আপনাদের কাগজের গত সংখ্যায় দেখলাম এই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের ব্যাপারে আপনারা অনেকটাই উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছেন। এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও তুলে দেওয়া হয়েছে আলিপুর বার্তার এই খবরটিতে। এ ব্যাপারে আমার ধারণা আপনাদের অভিমত হয়তবা মিলতে চলেছে। গোটা দেশের প্রেক্ষাপটে যে সব উপনির্বাচন এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে বিজেপি'র পক্ষে খুব আশানুরূপ কিছু ফল হয়নি। বেশ কিছু জায়গায় বিরোধীরা জয় হাসিল করেছে। যদিও উপনির্বাচনের এই খণ্ড চিত্র দিয়ে পুরো বিজেপি সরকারের সম্ভাবনা সম্পর্কে এখনই কিছু বলার সময় আসেনি। বরং পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে প্রতিনিয়ত শাসকদলের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছে এবং সারদা নিয়ে যেভাবে সরকার পক্ষ চাপে পড়েছে তার প্রেক্ষাপটে বিজেপি'র পক্ষে ভাল ফল করা সম্ভব এই রাজ্যে। যদিও এর জবাব পাওয়া যাবে আগামী ১৩ তারিখের পরে। তাও আপনাদের এই ধরনের প্রতিবেদন পাঠকের চাহিদা মেটাতে অনেকটাই সাহায্য করছে।

নবকুমার কয়াল

১৬৪ সুইনহো লেন, কলকাতা ৪২

বৈচিত্রপূর্ণ জেলার খবর

আলিপুর বার্তার বিগত কয়েকটি সংখ্যায় বিভিন্ন জেলার খবরা–খবর যেভাবে উঠে আসছে তা অভিনবত্বের দাবি করে। বিশেষ করে যেসব খবর অন্যান্য গণমাধ্যমের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে তাও সুনিপুণভাবে তুলে ধরছেন এই কাগজের জেলা সাংবাদিকরা। এমনিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই কাগজ অত্যন্ত সুপরিচিত। তার পাশাপাশি হালফিলে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলির মতো কলকাতা লাগোয়া জেলার খবরও খুব ভালোভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। হাওড়ার প্রত্যন্ত আমতা কিংবা উলুবেড়িয়ার বেশ কিছু অঞ্চলের খবরও সুন্দরভাবে সজ্জিত হচ্ছে কাগজের পরতে পরতে। এই ধারাটা বজায় রাখতে পারলে আগামী দিনে আমাদের প্রিয় এই সাপ্তাহিকটি অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দৈনিকের রূপ নিতে পারে। হয়তো তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাও ৫০ বছর পূর্তির আগে পাঠক হিসেবে এই আশা আমরা বপন করছি।

গৌরী সরকার, হাওড়া

বিষয় নির্বাচনে ডাহা ফেল সিপিএম

ট্যাক্সি আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কয়েকদিন আগেই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। সেই সংগ্রামই সিটু শুরু করল ট্যাক্সি চালকদের নিয়ে। এপথ বামেদের চেনা পথ। এখানে রাজনীতির চূড়ান্ত সম্ভাবনা। এপথে সাধারণ মানুষের সুবিচারের কোনও দাম নেই। যে ট্যাক্সিচালকদের নিয়ে নাজেহাল হয় শহরবাসী তাদের সমর্থনে সিটুর আন্দোলন ঘোলাজলে ফের মাছ ধরার চেষ্টা। বাম আমলে এ রাজ্যে পরিবহনের হাল হকিকৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে মানুষের। নিদারুণ যান–যন্ত্রনা ছিল নিত্য সঙ্গী। শেষপর্যন্ত আদালতকে হস্তক্ষেপ করে সামলাতে হয়েছে পরিস্থিতি। মিটিং–মিছিল জঙ্গি আন্দোলন বামেদের বদঅভ্যাস। ফের সেই বদঅভ্যাস ঝালিয়ে নিতে চাইছে সিপিএম। সত্যিই কি মানুষকে বোঝানো সম্ভব বামেদের পক্ষে। এককথায় অসম্ভব। যে ইস্যু নিয়ে ক্ষমতা হারাবার পর পথে নামল বামেরা তা মোটেই জনমুখী বিষয় নয়।

ট্যাক্সি প্রত্যাখান থেকে শুরু করে চালকদের ব্যবহার কোনওটাই সাধারণ মানুষের কাছে সুখকর নয়। এমন একটি বিষয়ে বামেদের আন্দোলনও মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি। যখন তখন বিনা অনুমতিতে রাস্তায় মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা কোনও দায়িত্বশীল বিরোধীদের কাজ হতে পারে না। গণতন্ত্র রক্ষায় শাসক দলের অনৈতিক কাজকর্মকেই বরং বাধা দেওয়াটা কাজ হল বিরোধীদের।

তবুও কেন এই আন্দোলন? এ আন্দোলন ছাড়া বাঁচার উপায় নেই সিপিএমের। একদিকে রাজ্য নেতৃত্বে বদলের দাবি অন্যদিকে দলে দলে দল ছাড়ার হিড়িক। দুয়ে মিলে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে সিপিএম। খড়কুটোর মতো কোনও একটা বিষয় খুঁজছিল তারা। সামনে ছিল ট্যাক্সিচালকদের ক্ষোভ। তাকেই আঁকড়ে ধরেছে সিটুর হাত দিয়ে। কিন্তু বলতেই হবে বিষয় নির্বাচনে ডাহা ফেল সিপিএম তথা সিটু। যে দাবিগুলো সিটু সামনে এনে মানুষের যন্ত্রণা বাড়াল তার কোনওটাই মানুষের দাবি নয়। ফলে ট্যাক্সিচালকদের নিয়ে যতবড় আন্দোলনেই নামুক সিপিএম তা দিয়ে ভাবমূর্তি ফেরানো অসম্ভব।

হাওড়ায় ষাঁড় কাণ্ড

অমিত জানা

হাওড়াঃ হনুমান কাণ্ডের পর এবার হাওড়ায় ষাঁড় কাণ্ডে জেরবার এলাকাবাসী। ঘটনাটি হাওড়ার জগাছা থানার। এখানকার একটি ষাঁড়ের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। জানা গিয়েছে, এই ষাঁড়টি ঘোরাঘুরি করে জগাছার ধাড়সা, চরকডাঙ্গা, গ্যাসগোডাউন ও সাতাশী অঞ্চলে। আর যাকেই সামনে পায় তাকেই গুতিয়ে দেয়। ষাঁড়টিকে দেখলেই সকলে ভয়ে ছুটে পালায়। একপ্রকার এর ফলে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত ও ভিত। সম্প্রতি এই ষাঁড়টি ধাড়সা গভঃ কলোনীর এক মাঝবয়সী ব্যক্তিকে গুতিয়ে দিয়েছে। তাঁর বাড়ি ওখানেই। নাম ভোলানাথ কর্মকার। তাঁর স্ত্রী দীপ্তি কর্মকার জানিয়েছেন, জল আনতে গিয়েছিলেন তিনি। ধাড়সা ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের কাছে ঠাকুরতলায় বালতিটি রেখেছিলেন। তখন ষাঁড়টি চারটে গরুকে তারা করছিল। তারপর ভোলানাথবাবুকে দেখে ষাঁড়টি তাকে সিংয়ে তুলে ফেলে দেয়। তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছে, পিঠ ছড়ে গিয়েছে, হাত কেটে গিয়েছে। প্রত্যক্ষ্যদর্শী ধাড়সা ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অচিন কুমার পাল জানিয়েছেন, একটা ষাঁড় এই ধাড়সা সাতাশী অঞ্চলে মোট ৩৭ জনকে আহত করেছে। তার মধ্যে একটি শিশু মারা গিয়েছে। এদিন ধাড়সা ইয়ুথ ক্লাবের পাশে ওই ষাঁড়টি একটি বয়স্ক লোককে গুতিয়ে দেয়। তাঁকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করি। তাঁর চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি নিয়ে আসি। আমরা এই নিয়ে সল্টলেকের ‘অ্যানিম্যাল রেসকিউ’ অফিসে খবর দিয়েছিলাম। সেখানকার লোক এসেছিল। তারা এসেও ষাঁড়টিকে ধরতে পারেনি। ওই ষাঁড়টি তাঁদের গাড়ি ভেঙে দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, আপনারা ষাঁড়টি ধরে দিন। তা না হলে আমরা নিয়ে যা কীভাবে। তারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে গিয়েছে। এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত। সারা এলাকাতে একটা ভীতির ছায়া নেমে গিয়েছে। মানুষ ঘর থেকে বাইরে বেরতে পারছে না। অচিনবাবু আরও জানান, মানুষ সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে, বাইক নিয়ে যাচ্ছে। যাকে তাকে ওই ষাঁড়টি ফেলে দিচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা চাইছি, সরকার এই ষাঁড়টিকে ধরে কোথাও ছেড়ে দিক যাতে এলাকার মানুষ এই মর্মান্তিক মৃত্যু কিংবা আঘাতের হাত থেকে বাঁচতে পারে। এই সম্পর্কে স্থানীয় জগাছা থানার এক অফিসার জানিয়েছেন, তাঁরা ষাঁড়টিকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসেছে। খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় কাউন্সিলর তথা হাওড়া পুরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য বিনোদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ষাঁড়টিকে ধরার জন্য লোক পাঠানো হবে। আমরা খুব শীঘ্রই ষাঁড়টিকে ধরে যথাযথ জায়গায় নিয়ে যাব।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় ভেঙে পড়ার প্রহর গুনছে

অভিজিৎ হাজরা, উদয় নারায়ণপুরঃ হাওড়া জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর বাসস্টপেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন মাথার মোড় হওয়ার কারণেই বিগত ৪ মাস আগে ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম চালু হয়েছে। তিন মাথার এই মোড় দিয়ে বিভিন্ন দিকে তারকশ্বর–রাজাপুর, রাজাপুর–হাওড়া, পাঁচারুল–হাওড়া, তারকেশ্বর–পাতিহাল, তারকেশ্বর–আমতা, উদয়নারায়ণপুর–ধর্মতলা, ডিহিরভুরশুট–হাওড়া প্রভৃতি রুটের যানবাহন চলাচল করে। অসংখ্য যাত্রী সাধারণের ভিড়ে বাস স্টপেজটি দিবারাত্র জমজমাট থাকে। অসংখ্য যাত্রী সাধারণের কথা চিন্তাভাবনা করেই বাম আমলে ৩০ বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল রাজাপুর যাত্রী প্রতীক্ষালয়। যাত্রী সাধারণের মুখে হাসিও ফুটেছিল। বর্তমানে প্রতীক্ষালয়টি নামেই আছে। যাত্রী সাধারণের কোনও কাজে লাগছে না। প্রতীক্ষালয়টি মৃত্যুর প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছে। যে কোনও মুহূর্তেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে। যাত্রী সাধারণ আতঙ্কিত। মাথার উপরের আকাশটাই এখন ছাদ। ছাতা গায়ের ডালপালা রোদ, ঝড়, বৃষ্টির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে যাত্রী সাধারণ ও পথচারীদের আশ্রয় নিতে হয় স্থানীয় দোকানে। প্রতীক্ষালয়ের ছাদের পলেস্তারা ক্রমশই খসে পড়ছে। ১০ ইঞ্চির থাম ৩ ইঞ্চিতে পরিণত হয়েছে। হলুদ–লঙ্কা গুড়োর মতো নোনাধরা ইটের গুড়ো ঝরে পড়ছে। অথচ এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশাসনিক স্তরের কোনও উদ্যোগ নেই।

কালীঘাটে পটুয়া পাড়ায় দশ হাতের মহাগণেশের আরাধনা। উদ্যোক্তা কালীঘাট পিপলস্‌ ফেয়ার। ছবি : আজাদ বাউল

সাতগাছিয়া ও বজবজের আঞ্চলিক নেতৃত্বের রদবদল করল তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরঃ দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া ও বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করার জন্য কিছু নেতৃত্বের রদবদলের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটি। গত ২২ আগস্ট এক সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন প্রফুল্ল বাগ। তাঁর জায়গায় এখন দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গোরাচাঁদ সাঁতরাকে। বুডুল অঞ্চলে দ্বায়িত্বে ছিলেন পার্থ ঘোষ। গত ১০ আগস্ট নলদাঁড়ি হাজরা বাড়িতে এক সভায় পার্থ ঘোষ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটি শিক্ষক ও দক্ষ সংগঠক স্বপন হাতিকে দ্বায়িত্ব দিয়েছে। যদিও সূত্রের খবর ওই এলাকার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা মনীন্দ্র ঘোষ বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখছেন না। তবে এলাকার অধিকাংশ তৃণমূল কর্মী–সমর্থক এবং ব্লকের শীর্ষনেতারা স্বপন হাতির দ্বায়িত্ব পাওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন। সাউথ বাওয়ালি অঞ্চলে কনভেনর ছিলেন সেখ বাপী এবং তপন মাল। সম্প্রতি বিধায়ক অশেক দেবের উপস্থিতিতে ভোটাভুটিতে অঞ্চলের সভাপতি নির্বাচিত হন রাধানাথ ভুঁইয়া। কাশীপুর–আলমপুর অঞ্চলে দু’জন কনভেনর আছেন সেখ ফিরোজ এবং সোমনাথ মণ্ডল। তৃণমূল কোর কমটি সূত্রের খবর খুব শীঘ্রই ওই অঞ্চলেও একজনকে সভাপতি করা হবে। বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দলের উর্দ্ধতন নেতানেত্রীদের পরামর্শেই অঞ্চলের সাংগঠনিক শক্তি চাঙ্গা করতে নেতৃত্বের রদবদল করা হল।

বেহাল অবস্থা বাঁকড়ার কাছে হাওড়া–আমতা রোডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়াঃ এবড়ো খেবড়ো ভাঙা রাস্তা, মাঝে মাঝে রাস্তায় গর্ত হয়ে গিয়েছে, বাস, লরি–সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচলের অযোগ্য। বর্ষাকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত আরও দুর্বিষহ হয় পড়ে। তার ফলে মাঝেমধ্যেই ছোট–মাঝারি নানা দুর্ঘটনা ঘটে। এমনই অবস্থা হাওড়ার বাঁকড়ার কাছ ৬৩ নম্বর হাওড়া–আমতা রোডের। মূলত, এই রাস্তা যানবাহন চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। দূরপাল্লার বাস এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে। যেমন– হাওড়া–আমতা, হাওড়া–ঝিখিরা, হাওড়া–পাঁচারুল–সহ অন্যান্য রুটের দূরপাল্লার বাস এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এছাড়া লোকাল বাস ডোমজুরে যায়। ৪, ১৪, ১৬, ১৫, ৬, ২৭, ৩১ নম্বর লোকাল বাসও এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু বাঁকড়া–১ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতে ৬৩ নম্বরের কাছে এই রাস্তার অবস্থা বেহাল। রাস্তাটি এবড়ো–খেবড়ো হয়ে গিয়েছে, গর্ত হয়ে গিয়েছে। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে এইখান দিয়ে চলাচল করতে হয় যানবাহনকে। স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ দীর্ঘ পাঁচ ছয় বছর ধর এখানে রাস্তা মেরামত হয়নি। ফলে মাঝে–মধ্যেই নানা দুর্ঘটনা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘একে রাস্তা খারাপ, তার উপর বৃষ্টি হলেই রাস্তা আরও ভয়াবহ হয়ে যায়। এক নিত্যযাত্রী নুর আলম গাজি জানিয়েছেন, বাঁকড়ার মিদ্দে মার্কেট, ফ্যান্সি মার্কেট, জেকে মার্কেটের গাড়ি রাস্তার ধারে রাখা হয়। ফুটপাত হকাররা দখল করে নিয়েছে। ফলে এখানে প্রতিদিনই যানজট হয়। তার ওপর রাস্তা খারাপ। দীর্ঘ পাঁ–ছয় বছর ধরে একই অবস্থা। একপরকার এখান দিয়ে চলাচলও খুব বিপজ্জনক। রাস্তা খারাপের জন্য মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা হয়।

কয়েকমাস আগে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় পিডব্লুডি’র ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে এই রাস্তা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ হলেই ফের রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হবে।’

১০৬২ (১৭)/ জেতসদ/২৪ পর(দ)/২৭.৮.১৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লোক প্রসার প্রকল্প

লক্ষ্য : বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন

উদ্দেশ্য : বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তের প্রত্যেক লোকশিল্পীকে স্বীকৃতি প্রদান ও অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করা

লোকশিল্পীরা পাবেন : পরিচয়পত্র, ষাটোর্দ্ধ শিল্পীদের মাসিক পেনশন, ১৮ বছর বয়সের উর্দ্ধে মাসিক বহাল ভাতা, সকলের জন্য বছরভর নিয়মিত সরকারি প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক লোকশিল্পীকে আবেদন করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

২০১৪–১৫ সালের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০১৪

লোকশিল্পীরা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক / মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে সাদা কাগজে আবেদন করতে পারবেন। (যাঁরা ইতিমধ্যেই পরিচয়পত্র পেয়েছেন / পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের আর আবেদনের প্রয়োজন নেই।)

আবেদনে যা যা উল্লেখ করতেই হবে : (১) শিল্পীর নাম (২) জন্মতারিখ (৩) বয়স (৪) পুং/ স্ত্রী (৫) বাবা / মায়ের নাম (৬) ঠিকানা (৭) ফোন নম্বর (৮) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর (৯) ব্যাঙ্কের আই এফ এস সি নম্বর (১০) লোকশিল্পের আঙ্গিক (১১) লোকসংস্কৃতিতে অভিজ্ঞতার বিবরণ

সংযুক্তি : দুটি স্ট্যাম্প মাপের এখনকার ছবি, ভোটের কার্ডের প্রতিলিপি, ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের প্রথম পাতার প্রতিলিপি, লোকশিল্পী হিসাবে শংসাপত্র

(স্বাক্ষরকারী– স্থানীয় সাংসদ / বিধায়ক / সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি / সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক / পৌরপ্রধান / পুরসভা বা পুরনিগমের কার্যনির্বাহী আধিকারিক)

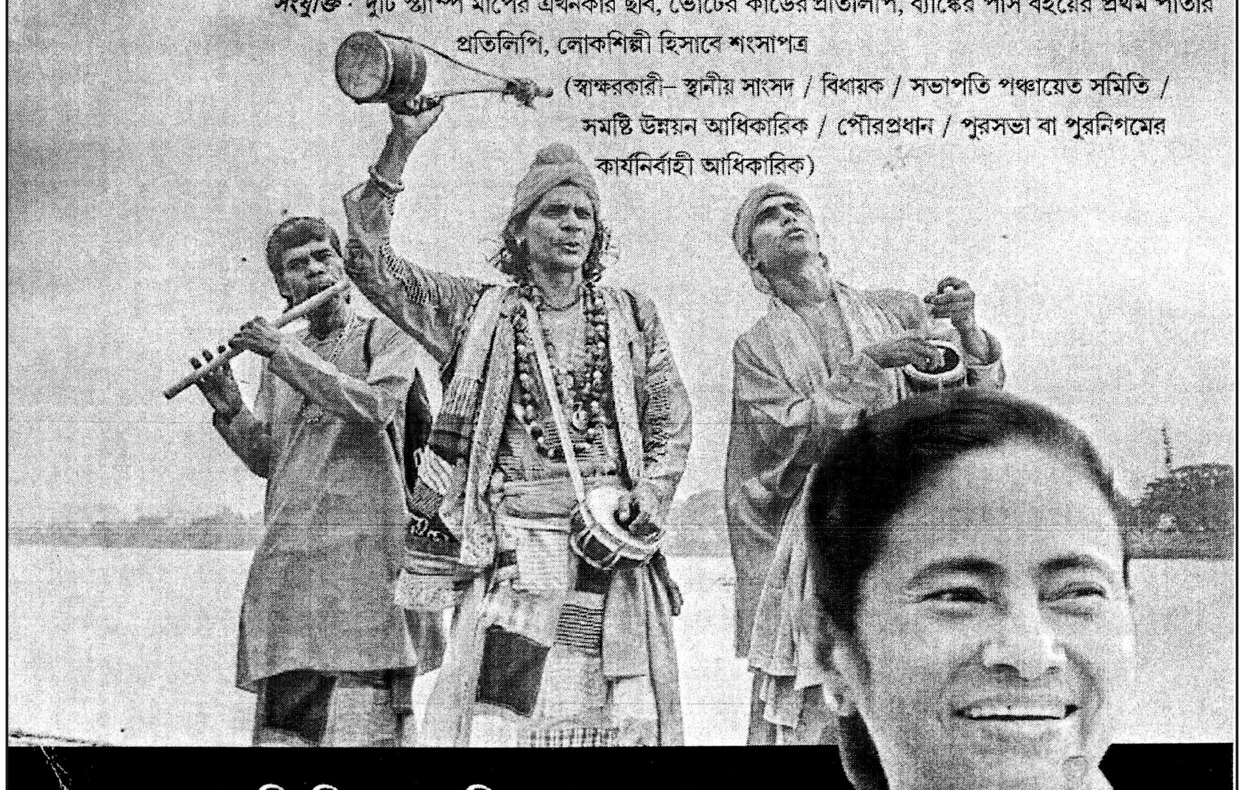

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম পাতার পর ...

সারদা তদন্তের জাল গোটাচ্ছে সিবিআই

মন্ত্রী বা সাংসদ যেই হোক না কেন জেরার মুখে সকলকে পড়তে হবে বলেও সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। সারদা কেলেঙ্কারিতে ক্ষতির অঙ্ক ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যারা ভুক্তভোগী তারা আদৌ টাকা ফেরত পাবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত শ্যামল সেন কমিশনের মাধ্যমে যে অর্থ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার কাজও চলছে ঢিমে তালে। এমনটাই অভিযোগ উঠছে বারংবার। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে তারা এ ব্যাপারে সাধ্য মতো উদ্যোগ নিয়েছেন। বরং শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হওয়ায় টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলে অভিযোগ জানিয়েছে রাজ্য সরকার। যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য সারদা কেলেঙ্কারিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে যাওয়ার ভয় গ্রাস করেছে তৃণমূলকে। বিভিন্ন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং সর্বোপরি সুদীপ্তকে করা জেরা থেকে সিবিআই ১০ জন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার তালিকাও তৈরি করেছে। এর মধ্যে আগামী সপ্তাহে পাঁচজনকে জেরা করার সম্ভাবনা প্রবল। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে এ রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন সারদা কেলেঙ্কারিতে যে বা যারাই যুক্ত থাক তাদের রেয়াৎ করবে না সরকার। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানে এই তদন্ত প্রক্রিয়া স্থিমিত করার কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। বরং যত দিন যাচ্ছে ততই এই তদন্তকার্য আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এমনিতেই সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এই তদন্ত কার্য চলছে। সুতরাং কোনও সরকারেরই সাধ্য নেই একে বিঘ্নিত করার। তবে তদন্ত কার্য চলার সময় সিবিআই আধিকারিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সেখানে প্রহরা আরও মজবুত করা হয়েছে। সূত্রের খবর সারদা তদন্তে চুনোপুঁটিদের ধরার পর এবার রাঘববোয়ালদের জালে ফেলতে বদ্ধ পরিকর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার। ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় সেদিকেই তাকিয়ে অগণিত লগ্নিকারী এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত যতই জোরদার হচ্ছে তত শক্তিশালী হচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্র। সাধারণ মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন ভুক্তভোগীদের অশ্রুজল দূর হওয়ার দিকে।

প্রথম পাতার পর ...

খাদ্য গুদাম সিজ

গোডাউন সিজের ফলে এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে মিড–ডে মিলের সমস্যা হচ্ছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিষ নস্কর বলেন, আমরা সকলেই হতবাক, গোডাউন সিজ করায়। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। প্রসঙ্গত, আমাদের পত্রিকায় কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল, চকমানিকে প্রকাশ্য রাস্তায় এফসি আইয়ের চাল কাটাই হচ্ছে শীর্ষক একটি সংবাদ। সেখানে আমরা ছবি সহ তথ্য তুলে ধরে ছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে কো–অপারেটিভ সোসাইটির কিছুটা পরে চড়িয়াল রোডে রাস্তার ওপর প্রতিদিন চড়িয়াল এফসিআই গোডাইন থেকে বের হওয়া বিভিন্ন মালের লরিগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। জনৈক দিলীপ মাইতি নামে এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে ঝপাঝপ চালের বস্তা পড়ত। সেগুলো ভ্যান ও ছোট হাতি গাড়ি করে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে এফসি আইয়ের গোডাউনে যখন গাড়ির কাঁটা হত তখন লরিতে পাথর, জলের ড্রাম তুলে দেওয়া হত। এগুলোকে ‘ওজন’ বলে। গোডাউন থেকেই অবৈধ কর্ম শুরু হত। অতিরিক্ত ওজনের মাল বস্তা থেকে বার করে বিক্রি করা হত। বাম আমল থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে। বহুবার জেলা থেকে তদন্ত করতে এসেছেন জনপ্রতিনিধিরা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কারণ সর্ষের মধ্যেই ভূতের বাসা আছে দীর্ঘদিন ধরে। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে সরাসরি এই বিষয়টি এক জনপ্রতিনিধি লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। তাতেই মন্ত্রীর দফতর নড়ে চড়ে বসে। কো–অপারেটিভ দফতরের কর্মচারী এবং এলাকার অনেক মানুষের মত হল কো–অপারেটিভে যেরকম রুটিন চেকআপ করছে খাদ্য দফতর সেটা করুক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যে এফসি আইয়ের গাড়ি থেকে প্রকাশ্য রাস্তায় চাল কাটাই হচ্ছে তার উপযুক্ত তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি দিক খাদ্য দফতর। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, চকমানিকের কো–অপারেটিভে দীর্ঘদিন কোনও পরিচালন সমিতি নেই। ওখানেও বাস্তু ঘুঘুর বাসা গড়ে উঠেছে। ভিজিলেন্স তদন্ত করছে ঠিকই আছে। তবে প্রকাশ্য রাস্তায় চাল কাটাইয়ের ঘটনারও তদন্ত দাবি করছি আমি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার খাদ্য দফতরের নিয়ামক ভাস্কর হালদার প্রতিবেদককে জানান, এটা সম্পূর্ণ রাজ্য খাদ্য দফতর ও ভিজিলেন্সের ব্যাপার, আমি কিছু বলতে পারব না। চকমানিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্য রাস্তায় সরকারি মাল লুট হচ্ছে এ সংবাদ আপনি জানেন? তার উত্তরে শ্রী হালদার বলেন, দেখুন আমি কিছুদিন হল দায়িত্বে এসেছি এই জেলায়, এখনও ভাল করে জেলাটাকে চেনা হয়নি, তাই কিছু বলতে পারব না।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্‌ ও অ্যাকাডেমি

YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার

(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)

হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩

ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

FREE WIFI

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

সীমানা ছাড়িয়ে

তুষার–তীর্থ অমরনাথ

সুকুমার মণ্ডল

গত সংখ্যার পর...

১২ জুলাই ২০১৪

সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই সবাই তৈরি। যাত্রা শুরু করতে আমরা অধীর। আমাদের ঘোড়াওয়ালারাও পৌঁছে গিয়েছে ঢের আগে। ভোরের আলো ফুটেছে কিন্তু সূর্যের সোনালী রেখা তখনও সামনের পাহাড় চূড়া স্পর্শ করেনি, আমাদের গোটা বারো ঘোড়ার সারি রওনা হয়ে পড়লাম। কয়েকজনের প্রস্তুতি কিছুটা বাকি, ওঁরা বললেন অল্প পরেই রওনা হবেন। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পথ, উল্টো দিক থেকে ফিরতি যাত্রী কিংবা ঘোড়া এসে পড়লে, অতি সন্তর্পণে পাশ দিতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও যাওয়ার যাত্রীদের ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ে ফেরার যাত্রীদের পথ করে দিতে হল। পাহাড়ের গায়ে সে এক অভিনব ট্র্যাফিক জ্যাম। বাঁ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে পঞ্চতরণী নদী। নদী কখনও দৃশ্যমান কখনও হিমবাহের চাদরের আচ্ছাদনে মুখ লুকিয়েছে। নদী–খাদ এর উচ্চতা ক্রমে বাড়তে লাগলো অর্থাৎ আমরা বেশ কিছুটা ওপরে উঠছি। প্রায় ১৩৫০০ ফুট উচ্চতায় আমাদের পাহাড়ী পথ ডান দিকে বেঁকে পূবমুখী হল। উল্টোদিকের পাহাড়ের গা দিয়েও যাত্রীর সারি দেখতে পেলাম। ঘোড়াওয়ালা সোনু এ অঞ্চলটা ভালোরকম চেনে। জানালো উল্টোদিকের ওই পথটি বালতাল থেকে এসেছে। অনেক নীচে অমরগঙ্গা ও পঞ্চতরণী নদীর সঙ্গম।

> **স্বপ্ন–পূরণের আনন্দে চোখে জল এসে গেল। কোন সে পূণ্যবলে আজ তোমার দর্শন পেলাম, হে দয়াময়। জয় বাবা অমরনাথ।**

আমাদের যাত্রাপথ এবার ধীরে ধীরে কিছুটা অধোগামী। সহিস হাত তুলে বাঁ দিকের পাথুরে পাহাড়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ওহ দেখিয়ে অমরনাথজী কি গুফা (গুহা)।

আরও কিছুটা পথ বেয়ে আমরা অমর–গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হলাম। ঘোড়া চলার অনুমতি এই পর্যন্তই। সবাই নেমে পড়লাম, বরফের আস্তরণের ওপর পা বসে যাচ্ছে। হাতের লাঠি সাবধানে ঠুকে ঠুকে আমরা কাঠের পাটাতন দেওয়া ছোট্ট সাঁকো পেরিয়ে নদীর উত্তর পাড়ে চলে এলাম, কারণ অমরনাথ গুহা ওই উত্তর পাড়েই অবস্থিত। বরফ–গলা নদীর জলে অনেক পূণ্যার্থী স্নান করছেন। সামনে বিশাল গুহা–পাহাড় ও ইংরেজির জেড অক্ষরের মতো বাঁধানো সিঁড়ি পথে তীর্থযাত্রীদের সারি চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে সুশীল বলল, উরিব্বাস... আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব হবে না। ওকে সাহস দিয়ে বললুম, আগেভাগেই দমে যাচ্ছিস কেন। তাড়াহুড়ো কিছু নেই, ধীরে ধীরে চলবো আমরা...এক কাজ কর, তুই আস্তে আস্তে এগো, আমাদের দলের কয়েকজন বয়স্কা মহিলা বেশ পিছিয়ে পড়েছেন, ওদের সঙ্গে নিয়ে এগোবো। মনের উদ্বেগ চেপে রেখে সুশীল সিঁড়ির পথে এগিয়ে চলল। পথের দু–পাশে পূজার পশরা সাজিয়ে দোকান বসে গিয়েছে, লাউডস্পিকারে বাজছে শিব–বন্দনার ভজন। পিছিয়ে পড়া মহিলা সহযাত্রীরা এসো পৌঁছানোর পরে দু'পাশের দোকানের সারির মধ্যে দিয়ে আমরা এগোলাম। যে যতটা পারলাম ওইখান থেকেই গুহা মুখের ছবি–টবি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কেননা আর কিছুটা ওপরে নিরাপত্তারক্ষীদের বেষ্টনী, তার ওপারে ক্যামেরা–মোবাইল ইত্যাদি নিষিদ্ধ। সিকিউরিটি চেক–পোস্টের গায়ে একটি দোকান থেকে প্যাকেট করা পুজোর ডালি কিনলাম আমরা সবাই। সবাই বলতে ছ–জন। বাকিরা অনেকটা পিছনে পড়ে গিয়েছেন, আশাকরি ধীরে ধীরে হলেও ওঁরা আসছেন। সকলের ক্যামেরা ওখানেই জমা রাখা হল।

সামনে অসংখ্য সিঁড়ি দেখলে যে কোনও মানুষ দমে যায়, অমরনাথজী–র নাম স্মরণ করতে করতে সেই বাধাটুকু অতিক্রম করার জন্য মনের জোর আনছিলাম। আর একটু উঠলেই দর্শন পাব সেই তুষার–লিঙ্গের, যার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে ছুটে আসা। কয়েক ধাপ করে উঠছি আর একটু করে দম নিচ্ছি। অমর–গঙ্গার তীর থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট ওপরে গুহা–বেদী। আমাদের সকলের পায়ে জুতো, তবে কোনও কোনও যাত্রী খালি পায়েও উঠছেন।

শুনেছিলাম, সারাদেশের একমাত্র অমরনাথ গুহা–মন্দিরে জুতো সহ দর্শন বিধি–সম্মত, অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য পূজারীদেরও পাদুকা পরনে বাধা নেই। কিন্তু গুহা–বেদীর শেষ বাঁকে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশে জুতো–মোজা খুলতে হল। এ এক দিকে ভালোই হল, জুতো পায়ে দেব–দর্শনে আমরা কদাপি অভ্যস্ত নই। এতক্ষণ মনের মধ্যে অপরাধবোধ হচ্ছিল, এখন ভারমুক্ত। কনকনে ঠাণ্ডা জলে–ভেজা পাথরের মেঝেতে পা ঠেকাতেই শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ। দুটি পায়রা মাঝে মাঝে উড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে আবার ভিতরে গুহার ছাদের খাঁজে এসে বসছে। কথিত আছে ওরা শিবের প্রিয় অনুচর নন্দী আর ভৃঙ্গী, অসন্তুষ্ট প্রভুর শাপে পায়রা হয়ে গিয়েছে আর তার বদলে পেয়েছে অমরত্বের বর। টপ টপ করে জলের ফোঁটা ঝরছে এখান ওখান থেকে। বেদীর উচ্চতা প্রায় কোমর সমান। স্বপ্ন–পূরণের আনন্দে চোখে জল এসে গেল। কোন সে পূণ্যবলে আজ তোমার দর্শন পেলাম, হে দয়াময়। জয় বাবা অমরনাথ।

তুষার–লিঙ্গের উচ্চতা তখন প্রায় আট ফুট, ছাদ থেকে প্রায় ফুটখানেক বাকি। রক্ষীদের মুখেই শোনা গেল, মাত্র সপ্তাহখানেক আগে এবছরের জন্য অমরনাথের যাত্রা শুরুর সময়ে তুষার লিঙ্গ পুরোপুরি গুহার ছাদে ঠেকে ছিল। বৃষ্টি–বিহিন সূর্যালোকের আপাত–উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তুষার লিঙ্গ কিছুটা গলে গিয়েছে। পাশেই আরও দুটি ছোট আয়তনের তুষার লিঙ্গ। সর্ববামে মাঝারি উচ্চতার লিঙ্গটি পার্বতীর ও মধ্যের সর্বকনিষ্ঠটি গণেশ জ্ঞানে পূজিত হয়। লোহার গরাদের ফাঁক গলিয়ে পূণ্যার্থীরা সঙ্গে আনা বেল পাতা বা অন্যান্য উপাচার বেদীর ওপর নিবেদন করছিলেন। আমাদের পুজোর ডালাও সেইভাবে বেদীতে ঠেকিয়ে হাতে হাতে ফেরত দিলেন অমরনাথজীর পূজারীরা। নিরাপত্তারক্ষীদের তাড়া রয়েছে তবু নেমে যাওয়ার আগে দু–চোখ ভরে দেখে নিতে চায় মন। এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম।

ক্যামেরা ইত্যাদি সংগ্রহ করে সামনের ভাণ্ডারায় একটু জিরিয়ে নেওয়া হল, গরম চায়ে শরীরের ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল। আরও কিছুটা নেমে অমর গঙ্গার সাঁকোর ধারে পৌঁছে দেখি আমার বন্ধু সুশীল একটি পাথরে বসে সকালের রোদ পিঠে নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গুহায় ওঠার আগে নিজের শারীরিক ক্ষমতার ওপর ততটা ভরসা রাখতে পারছিল না ও, শেষপর্যন্ত সেই ভয়টা জয় করতে পারল কি। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে কষ্ট হয়নি? ও হেসে জানালো, গুণে গুণে দশটা করে সিঁড়ি ভেঙে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের দশটা করে সিঁড়ি...। এবং এভাবে আমাদের সকলের আগেই ও দিব্যি দর্শন সেরে নিয়েছে। সবই বাবা অমরনাথের কৃপা।

আমাদের কলকাকলির মাঝে ঘোড়াওয়ালারা তাড়া লাগায়, জলদি কিজিয়ে বাবুজি, পাহাড়ি মে ট্র্যাফিক জ্যাম লাগ জাতা হ্যায়। সত্যিই তো এবার আমাদের ফেরার পালা। এখনও ৩৪ কিমি গিরিবর্ত টপকে চন্দনবাড়ি ফেরার লড়াইটা যে বাকি রয়েছে।

শেষাংশ...

মিনি চিড়িয়াখানা হতে চলেছে গড়চুমুকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শ্যামপুর: উলুবেড়িয়া গড়চুমুক হাওড়া জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। হাওড়া জেলার হুগলি নদীর তীরে শ্যামপুর ব্লকে বহু বছর আগেই গড়ে উঠেছে আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট। ছুটি কাটানোর জন্য অল্প দূরত্বের এই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম হওয়ায়, অনেকেই তা বেছে নেন। এই পর্যটন কেন্দ্রটি হাওড়া জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে। এই পর্যটন কেন্দ্রে আসার জন্য আপনাকে খুব বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না। উলুবেড়িয়া রেল স্টেশন থেকে মাত্র ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত এই পর্যটন কেন্দ্রটি। গড়চুমুকে দামোদর নদের কাটাখাল পেরুলেই এই পর্যটন কেন্দ্র। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে কাটাখালের উপরেই অবস্থিত সব থেকে দীর্ঘতম স্ল্যুইস গেট এখানেই রয়েছে। ৫৮টি স্ল্যুইস গেট থাকার কারণেই ৫৮ গেট নামে এই জায়গাটা পরিচিত।

শত বছর জুড়ে হাজারে হাজারে মানুষ সাময়িক ছুটি কাটাতে ও চড়ুইভাতি করার জন্য এই গড়চুমুকে আসেন। এখানে একটি মৃগদাব তৈরি হয়েছে হাওড়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে। এই মৃগদাব মিনি চিড়িয়াখানার মর্যাদা পেতে চলেছে উলুবেড়িয়ার সাংসদ সুলতান আহমেদের প্রচেষ্টায়। এর জন্য ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে সেন্টাল জু অথরিটির। জুলাগড়ের সাক্কারবাদ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গড়চুমুকে মিনি চিড়িয়াখানা গড়ার লক্ষ্যে ২টি চিতাবাঘ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। মৃগদাবে এই চিতাবাঘ ২টিকে রাখার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে হাওড়া জেলা পরিষদ। বর্তমানে ৭৮টি হরিণ, ৫টি ময়ূর, ৩টি সজারু রয়েছে গড়চুমুকের এই মৃগদাবে। হাওড়া জেলা পরিষদ ও হাওড়া বনদফতরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এই মৃগদাবটি। সাংসদ সুলতান আহমেদ গড়চুমুকের এই মৃগদাবকে মিনি চিড়িয়াখানা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন যখন তিনি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এই মৃগদাবে শুধুমাত্র হরিণ, ময়ূর, সজারু, চিতাবাঘ ছাড়াও থাকবে বিরল প্রজাতির দেশীয় জন্তু, বিরল প্রজাতির পাখি, বন বিড়াল।

আরও কি কি এই চিড়িয়াখানায় রাখা যেতে পারে এবং কি কি ধরনের পরিকাঠামো দরকার সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা–সহ আলোচনাও চলছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে চোরা শিকারি, চোরা কারবারীদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বিরল প্রজাতির পশু–পাখিকে এই মিনি চিড়িয়াখানায় রাখা হবে। এছাড়াও উদ্ধার হওয়া অসুস্থ পশু–পাখিদের চিকিৎসা করে সুস্থ হলে তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

মানব কল্যাণে...

দুর্গা পুজোর আয়োজনে ইতিমধ্যেই মহানগরে সমাদৃত ম্যাডক্স স্কোয়ার সার্বজনীন। রবিবার, ২৪ আগস্ট ম্যাডক্স স্কোয়ার কল্যাণ সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি রক্তদান শিবির। এতে প্রায় ৫০ জনের মতো মানুষ রক্তদান করেন। কলকাতা পুরসভার ব্যস্ততম মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার উপস্থিত হয়েছিলেন এই শিবিরে। ছবি : জয়দীপ বসাক।

জোকার উন্নয়নে পুর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা মহানগরীর দক্ষিণ পাড়ে মহানগরীর নব সংযুক্ত এলাকা জোকা (ওয়ার্ড নম্বর: ১৪২–১৪৪)–কে সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার জন্য হাওড়ার শিবপুরস্থিত 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' (সংক্ষেপে আইআইইএসটি, পুরাতন নাম: 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি' বা বেসু)–র সাহায্য কলকাতা পুরসভা চেয়েছে। গত ১৮ আগস্ট এ বিষয়ে দু'পক্ষের বৈঠক হয়েছে। পুর যুগ্ম মহাধ্যক্ষ সৃষ্টিধর সাঁতরা জানান, জোকাকে সুপরিকল্পিত রূপে গড়ে তোলার জন্য 'আইআইইএসটি'কে একটি 'কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান' তৈরি করতে বলা হয়েছে। প্রতিমাসে এই কমিটি দু'বার বৈঠকে বসবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানাল।

চাপে পড়ে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে শারীরশিক্ষা ফিরছে

বরুণ মন্ডল

কলকাতা: রাজ্য সরকার নবম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে 'মূল্যবোধে'র শিক্ষা চালু করতে চলেছে। আগামী ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের সামগ্রিক পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথম থেক অষ্টম শ্রেণী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম আগেই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। মাধ্যমিকের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে নয়া রূপে শারীরশিক্ষাকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হতে চলেছে। তারই হাত ধরে আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের নিকট অত্যন্ত জরুরি হিসেবে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রায় দুদশক আগে শারীরশিক্ষা বিষয়টিকে মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যুক্তি ছিল, অন্য বিষয়ের চাপ সামলে পড়ুয়াদের কাছে শারীরশিক্ষা বিষয়টি 'চাপের' কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ অবস্থায় শারীরশিক্ষা বিষয়ের পাশাপাশি মূল্যবোধের শিক্ষা যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের উপরে ফের কেন 'চাপ' তৈরি করা হবে? সে প্রশ্ন অধিকাংশ শিক্ষক মহলের দিক থেকে উঠে আসছে। তাতে অবশ্য আমল দিতে একেবারেই নারাজ শিক্ষক মহলের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মূল্যবোধের শিক্ষা ভীষণ রকম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও বর্তমানে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পায়ে নিজের পা ঠেকে গেলেও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পা স্পর্শ করে প্রণাম করাটাও ভুলে গিয়েছে। তাই বাস্তব জীবনে যা কাজে আসবে এমন মূল্যবোধের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, নবম শ্রেণীতে শিক্ষক–শিক্ষিকা থেকে সহ–নাগরিকদের সঙ্গে কী ধরণের আচরণ করা উচিত, তা পড়ুয়াদের শেখানো হবে।

বেহালা সারাই মহালয়ার পূর্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর মহালয়ার পূর্বে বেহালার জোকা (ডায়মন্ড পার্ক) থেকে তারাতলা মোড় পর্যন্ত যেসব জায়গায় মেট্রো রেলের কাজের জন্য রাস্তার বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা সারাই হবে। গত ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় পুরভবনে এক বৈঠকে বেহালার এই প্রায় ১৪ কিলোমিটার রাস্তা সারাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সারাইয়ের খরচ বাবদ 'রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড' কলকাতা পুরসভাকে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছে। মেট্রো রেলের কাজের জন্য বেহালাবাসী দীর্ঘদিন কষ্ট ভোগ করছেন। তাও ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু পুজোর মুখে তাঁদের একটাই বক্তব্য এই সময় যেভাবেই হোক বেহাল বেহালাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হোক।

কাঠি বাঁধা, আন্তরিকতার জিয়ন কাঠি

সুন্দরবনের ডায়েরি

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

অক্টোবর ৮, ২০০৮। মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা হাতে একটা কিছু নিয়ে কাছে এসে বললেন, 'দাদা, আপনার হাতে কাঠি বেঁধে দেব?' ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। তবুও বললাম, দিন। একটা লাল সুতোয় ইঞ্চিদেড়েক সরু শুকনো কাঠি। কিসের কাঠি বোঝা যাচ্ছে না।

কিসের কাঠি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নীল অপরাজিতার। লতানে গাছ। ফুলটাও খুব সুন্দর।

এটা হাতে থাকলে কোন বিপদ আপদ ঘটে না। দুর্ঘটনায় পড়তে হয় না। আজকের দিনে এটা বাঁধতে হয়। বাড়ির সবাই-এর হাতে বেঁধে দিয়েছি। প্রতি বছর এমন দিনে এটা করি।

বাঃ, জেনে নিলাম। বাড়িতে বলবো।

এরা তো (গৃহস্বামী ও তাঁর দুই ছেলে) দোনে কাঁকড়া ধরতে জলে জঙ্গলে কাটায়। আমরা বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকি। হাতে কাঠি বাঁধা থাকলে তারা মনে বল পায়। আমরাও একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারি।

ঠিক বলেছেন। আমি বললাম।

ভদ্রমহিলা ভক্তিভরে কাঠি–সহ লাল সুতোটা আমার বাহুতে (কনুইয়ের একটু ওপরে) বেঁধে দিলেন। বেঁধে দিয়ে হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

(গতকাল থেকে আমি এঁদের বাড়িতে আছি। গোসাবা থানার হেঁতালবাড়ি গ্রামের দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া কাঁকড়া শিকারি নিত্যানন্দ সরকার এঁর স্বামী। দীর্ঘক্ষণ সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নিত্যানন্দ বাবুর নিজের নৌকো আছে। দুই ছেলেকে (রমাপদ আর বুদ্ধদেব) নিয়ে কাঁকড়া ধরতে যান। বাইরের আর কারোর সাহায্যের দরকার হয় না। কাঁকড়া ধরার মরশুম শ্রাবণ মাস থেকে মাঘ মাস। এক একটা ট্রিপ নয়–দশ দিনের। দশমী থেকে চতুর্থী।)

ছেলেদের কী বিয়ে থা হয়েছে? আমি জানতে চাইলাম।

বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে। বেশি দিন হয়নি। বৌমা শহরের মেয়ে। লেখপড়া জানে। মাধ্যমিক পাশ। নিত্যানন্দবাবুর স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বললেন।

বৌমা কোথায়?

বৌমা দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়িতে গেছে। যাওয়ার সময় মনটা একটু খারাপ ছিল। উনি বৌমাকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছেন। সেটা বৌমার পছন্দ হয়নি। নিত্যানন্দবাবুর স্ত্রী বললেন।

নিত্যানন্দবাবু জবাব দেন

তোমাকে তো বলেছিলাম ওটা তুমি নাও। বৌমাকে ভাল দেখে একটা কিনে দেব।

বৌমার নাম করে যেটা কিনেছ, সেটা বৌমার থাক। ভাল দেখে আর একটা কিনে দাও। ছেলে যাবে, তার হাতে পাঠিয়ে দেব। আমার জন্যে কিনতে হবে না। নতুন শাড়ি আমার একটা তোলা আছে। এখনও তার পাট ভাঙিনি। সেটাই আমি পরবো। বললেন নিত্যানন্দবাবুর স্ত্রী। শাশুড়ি–বৌমার ঝগড়া–অশান্তির কথা আমরা জানি। কিন্তু ভালবাসার কথা, আন্তরিকতার কথা– তাও তো শোনা যায়। নিত্যানন্দবাবুর স্ত্রী তো সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন।

নিত্যানন্দবাবুর ঘরের বারান্দায় বসে নানারকম কথা হচ্ছিল। মাটির একখানা ঘর। একটা পাশ কুঠুরি। বারান্দার একদিক ঘিরে সেটা তৈরি। উঁচু দাওয়া। টালির চাল। ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর। ঘরের বারান্দাটা বেশ চওড়া। বারান্দাতেই লম্বালম্বি দু'টো বিছানা করা যায়। বারান্দাটা বাঁশ–বাখারি দিয়ে ঘন করে ঘেরা। বারান্দাটা উঁচু বলে তিন তাক ছোট সিঁড়ি আছে ওঠা–নামার জন্য। তারও একটা গেট আছে। রাতেরবেলা আটকে দেওয়া হয়। একবার শীতের সময় একটা বাঘ সাঁতার কেটে গাঁড়াল নদী পার হয়ে হেঁতালবাড়িতে ঢুকেছিল। তাই এত সতর্কতা।

তবে কপালে বিপদ থাকলে এতে আটকাবে না। নিত্যানন্দবাবু বললেন, বনবিবিই আমাদের ভরসা। বনবিবিই আমাদের রক্ষা করেন। নদী বাঁধের গায়েই বনবিবির থান আছে। মাঘ মাসে খুব ঘটা করে পুজো হয়। বনবিবির মেলার সময় এখানে ভাল ভাল যাত্রা হয়, অনুষ্ঠান হয়। একবার আসবেন। আপনার ভাল লাগবে।

একটি মুহূর্তের জন্যও ভালো লাগলো না চিত্রনাট্য

ডঃ শঙ্কর ঘোষ

মুক্তি পেল একটি ছবি, নাম 'একটি মুহূর্তের জন্য'। এই কাহিনীতে একটা ম্যাসেজ ছিল, তা হল 'শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ'। শিক্ষা সবার জন্য, কেউ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তার জন্য রয়েছে মিড ডে মিল–এরও ব্যবস্থা। সাধু পণ্ডশ্রম। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা পড়া ছেড়েছে পেটের তাগিদে, সেই ঘটনাগুলি ছবিতে এসেছে এক একটি বাচ্চার স্কুল ছাড়ার কাহিনী নিয়ে। কেউ চায়ের দোকানে, কেউ বা মোটর গ্যারেজ, কেউ বা খেতে কাজ করতে নেমেছে।

কিন্তু সব দৃশ্যগুলোই মনে হবে সাজানো, আরোপিত, প্রক্ষিপ্ত। কোনও কিছুই মন ছুঁয়ে যায় না। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঁচটি সব্জির নাম জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতা গাজর–এর নামও বলেছে। স্কুলের মধ্যে 'বল বল বল সবে' গানটির সুর বিকৃতি ঘটেছে। নানারকম ইউনিফর্মে ছাত্রছাত্রীদের দেখা গিয়েছে একই শ্রেণীকক্ষে। আবার রাস্তায় তাদের দেখা গিয়েছে একই ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায়। নৃশংসতার কিছু নমুনা দেখোনো হয়েছে গৃহকর্তার বউমার উপরে অত্যাচারকে কেন্দ্র করে। এসবই মোটা দাগের কাজ। এরজন্য কোনও সহানুভূতি জাগে না। বাউলের গাওয়া গানটি এত দীর্ঘ যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। যেরকম নৃশংসভাবে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে গুণ্ডারা মেরে ফেলল, তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। সন্তানহারা মায়েদের কান্না এতটাই কৃত্রিম যা বিরক্তির উদ্রেক করে।

নামজাদা শিল্পীদের ভিড় নেই এ ছবিতে। মৃণাল মুখোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, শ্রীলা মজুমদার, অনামিকা সাহা, পিয়া সেনগুপ্ত, দেবরাজ রায় প্রমুখ শিল্পীরা অসহায় চিত্রনাট্যের শিকার। দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার এই অগোছালো ছবির মধ্যে খানিকটা স্পন্দন জাগিয়েছে। 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'এখন আর দেরি নয়' গানদুটির ব্যবহার এই ছবির ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রম প্রচেষ্টা। আসলে চিত্রনাট্যই যেখানে অগোছালো ও দুর্বল সেখানে দর্শকদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্যই বলা যায়। পরিচালক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর অনেক যত্নবান হওয়া উচিত ছিল সম্পাদনার ক্ষেত্রেও। এমন অনেক দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যা প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে পরিচালক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হবেন এটুকু আশা করা যায়।

ভালোবাসার জাদু...

সমর্পিতা আয়োজিত এইচ আই ভি আক্রান্ত শিশুদের আর্থিক অনুদান অনুষ্ঠানে মানেকা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকরা।

পত্র–পত্রিকা সমালোচনা

সাহিত্যের ষড়রিপু ছুঁয়ে যাবে পাঠক হৃদয়

সায়াহ্নে ...

(আষাঢ় সংখ্যা — জুলাই ২০১৪, সম্পাদক — বিনয় দত্ত) — বর্তমান সংখ্যাটির হাত ধরে পত্রিকাটি একাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে দশ–দশটা বছর পার করার মধ্যে থেকে একটা সত্যই বোধহয় প্রকটিত হচ্ছে, তা হল নিষ্ঠা ও বাংলা ভাষা–চর্চার প্রতি নিখাদ দায়বদ্ধতা। এই সংখ্যায় গোটা তিনেক ভ্রমণ–কথা তথা স্মৃতি–কথা রয়েছে। বিনয় দত্তের ভ্রমণ কাহিনীটি বরাবরের মতো ঝরঝরে তথ্যসমৃদ্ধ। রঞ্জিত মুখার্জির রচনাটি একটু যেন এলোমেলো, সুনির্দিষ্ট কোনও বক্তব্যের দিকে এগোয়নি। বরং ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের মনে পড়ায়, সচেতন করে। অত্যন্ত সময়োচিত রচনা। কবিতা বিভাগে সুব্রত ভট্টাচার্য, শান্তনু মিত্র ও বিধান সাহার উজ্জ্বল উপস্থিতি সংখ্যাটির মান বাড়িয়েছে। কয়েকটি কবিতাকে (ময়ূখ মাইতি, দীপালি কুণ্ডু) অযথা দীর্ঘায়িত মনে হল। ব্যাক কভারে গ্রন্থ–সমালোচনা ছাপানো হয়েছে, লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে সেটা আদৌ গ্লানির নয়, তবে পত্রিকাটির ভিতরের পাতায় অক্ষর–বিন্যাসকে আরও সংক্ষিপ্ত করা যেত বোধহয়। লাইনগুলির বিন্যাসেও বেশ বিলাসিতা। স্থান সঙ্কুলান করে উঠতে পারলে স্বচ্ছন্দে আরও বেশি লেখার ঠাঁই হতে পারত। প্রচ্ছদ ছিমছাম।

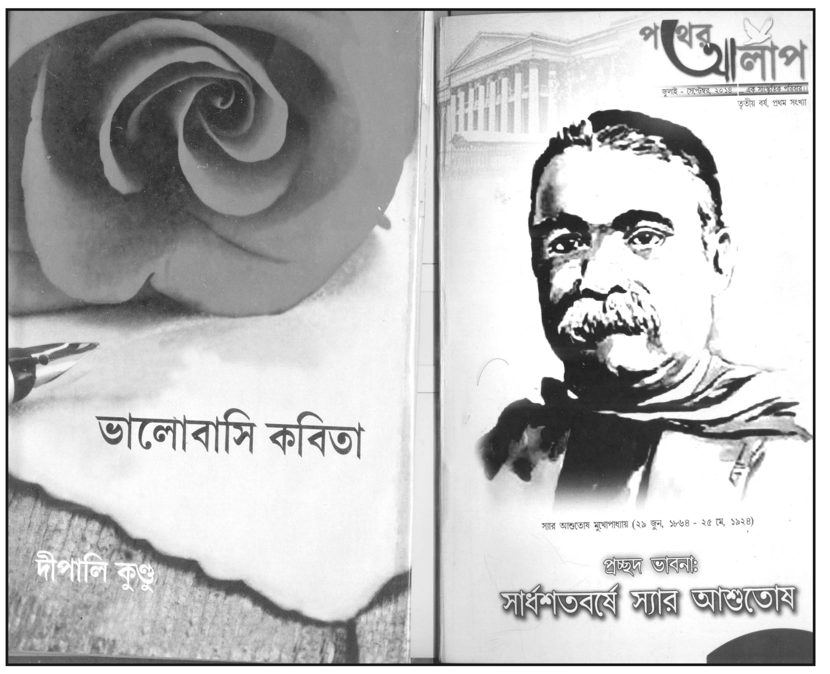

পথের আলাপ ...

(জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৪, সম্পাদক — চিরন্তন মুখোপাধ্যায়) — বর্তমান সংখ্যাটির প্রচ্ছদ ভাবনা সার্ধশতবর্ষে স্যার আশুতোষ। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিবিধ আলোচনার উপস্থাপনা করা হয়েছে। উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রত্যেক বাঙালিই এঁদের এই প্রয়াসের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। নবনীতা চৌধুরী কোলের নিবন্ধটির সামাজিক দায়বদ্ধতা অপরিসীম। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের পরিচর্যা ও পুনর্বাসন প্রয়াস অত্যন্ত সময়োচিত চিন্তাভাবনার ফসল। ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুখ গল্পটি এক কথায় অসাধারণ। বাস্তবিক, প্রতিনিয়ত আমরা কত ভাবেই না ছলনার আশ্রয় নিয়ে থাকি! চমকের গল্পটি কিন্তু আমাদের কোনও চমক দিতে পারল না, নিছক মেলোড্রামায় পরিণতি পেল কেন! বাকি গল্প দুটির নির্মাণ বড্ড সেকেলে ও বহু ব্যবহৃত পদ্ধতির অনুসরণে গড়া। মহুয়া সিংহের ভ্রমণ–রচনাটির আঙ্গিকে চমক রয়েছে কিন্তু পাঠকের মনে বাঞ্ছিত কৌতুহল জাগাতে পারল কি, আগাগোড়া কেমন যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে, বক্সা ছাড়া অন্য জায়গাগুলিকে বিশেষভাবে তুলে ধরেননি। বিনোদন পর্যায়ে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় নির্মিত মেঘে ঢাকা তারার বিস্তৃত আলোচনা আমাদের চলচ্চিত্র–বোধকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা পর্যায়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বর্তমান সংখ্যাটি। তন্ময় বিশ্বাস, প্রিয়ম সিংহরায়, সুদীপ বিশ্বাস প্রমুখের কবিতা উল্লেখের দাবি রাখে। ছাপা ও প্রচ্ছদ চমৎকার (পত্রিকার ঠিকানা–১০৫, সার্ভে ভিউ পার্ক, ব্যাণ্ডেল, হুগলি–৭১২১২৩, ইমেল– patheralap2012@gmail.com)

প্রিয় চিত্রসাথী ...

(আগস্ট ২০১৪, সম্পাদক– রাজকুমার দাস)– ট্যাবলয়েড আয়তনের ছায়াছবি জগতের খবর–সমৃদ্ধ এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় প্রবাদপ্রতীম সঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের জীবন ও কাজের মূল্যবান আলোকপাত রয়েছে। জানা–অজানা পর্বে পাওয়া গেল বহু হারিয়ে যাওয়া কিংবা অজ্ঞাত তথ্য। সম্পাদকের জন্য অভিনন্দন। শ্যুটিং–এর খবরাখবর নিরস তথ্য–পঞ্জির মাধ্যমে না দিয়ে প্রতিবেদন আকারে দিলে বোধহয় পাঠকদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে। এ ব্যাপারে উল্টোরথ, সিনেমা জগতে কিংবা নবকল্লোলের দেখানো পথটির সাফল্য সম্বন্ধে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই। ছায়াছবির পত্রিকায় কবিতা অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে, চলচ্চিত্র বিষয়ক আরও নিবন্ধ/আলোচনা ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে পারে। গোটা পত্রিকা জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবির সঙ্গে খোদ সম্পাদকের হাফ–ডজন ছবি ছাপা হয়েছে, ব্যাপারটা আশাকরি সম্পাদকীয় পক্ষপাতিত্বের কারণে ঘটে নি! (পত্রিকার ঠিকানা — ১০/১, মূলেন স্ট্রিন, কলকাতা–২০)

এ জলতরঙ্গ ...

(জুলাই–আগস্ট ২০১৪, সম্পাদক — অশোক কুমার রায়) — গল্প প্রসঙ্গে প্রথমে বলতে হয় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদেবতা গল্পটির কথা। আধি–ভৌতিক, অলৌকিক এবং অনেকটাই কষ্টকল্পিত রচনাটি কীভাবে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হল কে জানে। অজিত কর্মকার তাঁর গল্পটি শিব্রাম চক্রবর্তীর গল্প অনুসরণে বলে দাবি করেছেন। লেখাটি পড়ে কেবল হতাশাই বাড়ে কারণ, রস–রচনা মানেই গল্পের গরুকে গাছে ওঠানো নয়। সুমনকল্যাণ ঘোষের গদ্যাংশটুকু দুর্বোধ্য। তুলনায় মৃগাংক ব্যানার্জির গল্পটির হালকা মেজাজ ভাল লাগে। দাশরথি মাঝি, রুমা ব্যানার্জির কবিতায় বলিষ্ঠতা ফুটেছে। মনিকা মিত্র'র ভ্রমণ কাহিনী হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। জেলার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেল বটে কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী'র দাবি অন্য কিছু বোধহয়। বিপ্লব বিশ্বাসের গল্পটি বিন্যাসের ত্রুটিতে বাঞ্ছিত দাগ কাটলো না। গল্পের ক্লাইম্যাক্স জাহানারা'র স্বামীর বিনীত কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠে কেন। তাহলে কার প্রয়াস সঠিক!

ভালবাসি কবিতা ...

(দীপালি কুণ্ডু–র প্রথম কবিতার বই, দাম–৬০ টাকা, পরিবেশনায় — সায়াহ্নে পত্রিকা, কল–৯৩) — লেখিকা গৃহবধূ, আটপৌরে জীবন–কথা নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন চুয়ান্নটি কবিতায়। কোনও কবিতার বই–এর পক্ষে সংযোজিত কবিতার সংখ্যা হয়ত একটু বেশি। কবিতার ভাষায় এক আলাদা মেদুরতা। নিমন্ত্রণ কবিতার প্রথম দুটি লাইন উল্লেখ করতেই হয় — এবার পুজোয় দিলাম তোমায় আগাম নিমন্ত্রণ/ আমার গাঁয়ে নদীর ধারে দুলছে কাশের বন... কিংবা... রাঙামাটির পথটি বেয়ে / ছুটছে কোথায় নেইকো জানা (বনপলাশী)। কিছু কিছু কবিতায় শব্দ–ব্যবহারে পুরনো রীতি পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেল, আগামী দিনে সেই প্রবণতাকে সচেতনভাবে এড়াতে পারলে লেখিকার কবিতা আরও আধুনিক রূপ পেতে পারে।

গ্রন্থ বিন্যাসে আরও সতর্কতার সুযোগ ছিল। নানা স্বাদের কবিতা যেমন তেমন ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুবন্দনা বা আরাধ্যদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাগুলির পরে শরৎ তথা দুর্গা পুজোর উপর লেখাগুলি ক্রমান্বয়ে না দিয়ে ভিন্ন স্বাদের কবিতা মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আসলে একই গ্রন্থে এতরকম স্বাদের কবিতা সংকলিত হলে পাঠকদের পক্ষে মানসিক প্রস্তুতি কি মনঃসংযোগে টান পড়ে বোধহয়। বিষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদা পর্বে বিন্যাস করা হলে এই ধরনের পাঠোপলব্ধি হত না হয়ত। কবিতার বইয়ের অলিখিত ও প্রচলিত পদ্ধতি হল, একটি পাতায় একটিই কবিতা রাখা। বইটির প্রচ্ছদ ঝকঝকে, আকর্ষণীয়।

বাংলা দেশের হৃদয় হতে

(তিন বাংলা কবিতা উৎসব জুলাই ২০১৪) – এই সময়ের পাঁচজন বাংলার কবির নির্বাচিত (রাসবিহারী দত্ত, আনসার উল হক, অরূপ পান্তী, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূর্ব কর) কবিতা নিয়ে রঙীন কবিতার ফোল্ডার। কবিতার পশ্চাদপটে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ ছবি। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, তবে ফোল্ডারের স্বল্প পরিসরেরর অনেকটাই লেখক–পরিচিতি গ্রাস করে ফেলেছে। সুপরিচিত লেখকদের পরিচিতির কি অবধারিত ছিল, সেই অংশে হয়ত আরও পাঁচটি কবিতা পাঠকদের পাওনা হতে পারত।

মাঙ্গলিকী

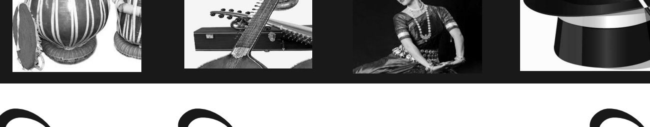

পশ্চিম পুটিয়ারি–হরিদেবপুর সাহিত্য সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সংগঠনের সপ্তদশ বার্ষিক সাহিত্য সংস্কৃতি সভায় ৭৫ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক সুধীজন আসেন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া, হুগলি জেলা থেকে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীন পত্র–পত্রিকা সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি ও বাগ্মী কিশোরি মোহন নস্কর। সঞ্চালক তারাশঙ্কর দত্ত উষ্ণ স্বাগত ভাষণে এদিন যাঁরা প্রথম আসরে এলেন তাঁদেরকে পুরনোদের সঙ্গে এই সংগঠনের আপনজন করে নিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন তাপস অধিকারী। এই প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী বাংলা সঙ্গীতের একজন গবেষকও বটে। তারই নমুনা রাখলেন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা গানের জগতে নতুনত্ব যিনি আনলেন, সেই নিধুবাবুর একটি দেশাত্মবোধক গানের অনবদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। এদিন অনুষ্ঠানে আরও যারা গানে গানে আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, অদিতি রায় (শিল্পী তাঁর স্বামী তীর্থঙ্করের একটি মননশীল কবিতাও শোনান), শ্যামল বিশ্বাস (বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী, অসাধারণ নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করলেন), সুরেশ চন্দ্র বৈদ্য (৮০–র কোঠায় পা দিয়েও খঞ্জনী বাজিয়ে, নৃত্য ছন্দে শোনালেন বাংলার আউল–বাউলের গান), মিনু প্রধান প্রমুখ। এছাড়া সুকুমার রায়ের সার্ধজন্মশতবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধা জানালেন একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশনের দল — তারাশঙ্কর দত্ত (নির্দেশক), বন্দনা দত্ত, সীমা ব্যানার্জি, নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ দাশগুপ্ত — নিবেদন করলেন সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' থেকে বিশেষ কিছু ছড়ার সঙ্গীত সমৃদ্ধ গীতি আলেখ্য পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন 'তারুণ্য' পত্রিকা–সহ বহু উজ্জ্বল লিটল ম্যাগাজিনের কথা উল্লেখ করে বললেন, লিটল ম্যাগাজিনের জগতে সব কবি, লেখককে পিঁপড়ের মতো কাজ করে যেতে হবে, আর এইভাবেই সবাই বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল দাগ কেটে যেতে পারবেন। কিশোরী মোহন নস্কর প্রয়াত বিমল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি চারণ করলেন তাঁর ভাষণে, যিনি এই সংগঠনের একজন প্রাণপুরুষ ছিলেন। আসরে উপস্থিত বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কলকাতা প্রেমী বরিষ্ঠ ইংরেজ রন চ্যাটবার্ন ধ্রুপদি ইংরাজি কবিতা নিয়ে মননশীল বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক–জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এই সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সাহিত্য সভার কথা। এই সঙ্গে তিনি জাদু কেন্দ্রীক স্মারক তুলে দিলেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ বর্ধন ও বর্তমান ধারক সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডলের হাতে। বস্তুতঃ এদিন বহু গুণীজনের হাতেই সংগঠনের তরফে স্মারক সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে যাঁরা কবিতা, গল্প, নিবন্ধ পাঠে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন গল্পকার মানস মণ্ডল। তিনি এই সংগঠনের অনুষ্ঠানে প্রথম এসেই তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পের মাধ্যমে সকলের মনকে ছুঁয়ে গেলেন। শান্তনু মিত্র'র নস্টালজিক ছোট গল্পটিও ছিল অসাধারণ। সুকুমার মণ্ডলের 'দুই মাতালের গল্প' আসরে তুলল হাসির ঢেউ। বহু কবির কবিতা পাঠের মধ্যে যাঁদের নাম তাঁদের মননশীল রচনার জন্যে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন বিধান সাহা, প্রবীর নন্দী, প্রদীপ গুপ্ত, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার প্রমুখ। উল্লেখ করতে হয় সরমা সাহার ছোট গল্পটিও। ব্যতিক্রমী সঙ্গীত শিল্পী নব কুমারের স্বরচিত, স্বসুরাপিত গানগুলির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়। এক ফাঁকে জাদুও দেখিয়েছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী যথারীতি উজ্জ্বল ছিলেন তাঁর অননুকরণীয় আবৃত্তিতে। গোড়ায় ঘোষিকা হিসেবে ঝুনু ভৌমিক দায়িত্ব পালন করেন, পরে স্বরচিত কবিতাও শোনান। তারাশঙ্কর দত্ত'র সাঁওতালি গানের মাধ্যমে সারাদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় 'তারুণ্য' পত্রিকার প্রকাশনী সংস্থা তথা তরুণ দল ক্লাবের সকল সদস্যকে আর তাদের লিডার হিসেবে সুকুমার মণ্ডলকে আলিপুর বার্তার তরফে রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্রঃ গত ১৭ আগস্ট, ২০১৪–র সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার ৪০/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ঠাকুর 'শ্রী রামকৃষ্ণ' পদধূলিধন্য জাগ্রত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে, কর্মসচিব শম্পা মুখোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় ভগবান শ্রী শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিবস উপলক্ষে শুভ জন্মাষ্টমী মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সন্ধ্যারতি ও স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। পরে শ্রী কৃষ্ণের মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও মহতী তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুবক্তা ও সরোদবাদক বর্ষীয়ান ড. (অধ্যাপক) ভূপেন্দ্রনাথ শীল। এছাড়া বক্তা ছিলেন তপন গোস্বামী।

অক্টোবরে স্মরণসভা

বাংলার সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট নাম, বহু তরুণ কবি–লেখকদের অনুপ্রেরণা দাত্রী অরুণা বর্ধনের বার্ষিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ অক্টোবর, জীবনানন্দ সভাগৃহে। অনুষ্ঠানের প্রযোজনায় জনসমুদ্র, শব্দের ঝংকার, শিল্প মনন, পদার্পণ, শব্দ কিরণ, বাঙালির মন প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী। সঙ্গে রয়েছেন তারুণ্য সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল। সহযোগিতায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির (আলিপুর বার্তার প্রকাশনী সংস্থা) সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর তরফে সাংবাদিক–জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সাংবাদিক–জাদুকর প্রিয়ম গুহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে থাকবে স্মৃতি চারণা। দ্বিতীয় পর্বে অরুণা বর্ধন স্মারক সম্মান প্রদান। তৃতীয় পর্বে সাহিত্য পাঠ, সঙ্গীত, জাদুও। স্বনামখ্যাত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র আসরে উপস্থিত থাকবেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় থাকবেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। অনুষ্ঠান বিকাল ৫টায় শুরু হবে।

মান্না–জ্যোতিষ গুহদের ময়দানে কেলেঙ্কারির ছোঁয়া

ফের কলঙ্কিত হল ফুটবলের ময়দান। এবারের কালিমা অবশ্য কোনও খেলোয়াড়িচিত লড়াইকে কেন্দ্র করে নয়। খেলার মাঠের মতো পবিত্র স্থানকে কলুষিত করে অর্থ উপার্জনের বেআইনি কাজ প্রকাশ্যে এল দেশের ফুটবল মক্কা বলে পরিচিত তিলোত্তমায়। এর জেরে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুর হাজতবাসের ঘটনা মিডিয়ার কল্যাণে প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। একই সঙ্গে কলকাতার তামাম ফুটবলপ্রেমীকে বিদ্ধ করছে ফুটবল মাঠকে ঘিরে এই দুর্নীতির ঘটনা। সারদা কেলেঙ্কারির কুচক্রী সুদীপ্ত সেনের মুখ থেকেই উঠে এসেছে ইস্টবেঙ্গলের এই কর্তার যোগসাজসের কথা।

অথচ ইস্টবেঙ্গলের মতো ময়দানে তথা দেশের পরিচিত একটি ক্লাব এই জন্য দেবব্রত সরকারকে একটা সামান্য শাস্তি পর্যন্ত দেয়নি। অথচ এর আগে দেখা গিয়েছে কোনও অসঙ্গতি ঘটলেই ময়দানের কর্তারা তড়িঘরি ব্যবস্থা নিতেন সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এখানে কিন্তু তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আরও আশ্চর্য নীতুর পাশে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়েছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাব। ডার্বি ম্যাচের উত্তেজনা ভুলে এখন ময়দানের এই দুই শক্তিধর ক্লাবে বেশি করে সংক্রমিত হচ্ছে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির বিষ বাষ্প। এনসেফেলাইটিসের প্রতিকার হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কলকাতা ফুটবলের মাঠে দুর্নীতির এই অনুপ্রবেশ বেশ জাঁকিয়ে বসতে চলেছে। মোহনবাগানের সর্বময় কর্তা সৃঞ্জয় বসুও এই সারদা কেলেঙ্কারিতে অন্যতম আলোচিত নাম।

এছাড়াও কলকাতার আরও বেশ কয়েকটি ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে সারদা যোগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, যে কলকাতার ফুটবল জ্যোতিষ গুহ, ধীরেন দে, শৈলেন মান্না, পল্টু দাসদের ঘিরে আবর্তিত হত সেখানেই এখন দুর্নীতিগ্রস্ত অবাঞ্ছিতদের অবাধ উপস্থিতি।

বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের মধ্যে ক্রমশই পিছিয়েছে কলকাতার ফুটবল মান। গোয়া এবং অন্য কয়েকটি রাজ্যের কাছে নিজেদের সম্মান খুইয়ে বাংলা এখন অনেকটাই কোণঠাসা। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছে সারদা কেলেঙ্কারির কালো মেঘ। যার ধূসর আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গিয়েছে দেশের ঐতিহ্য মন্ডিত দু'দুটি ক্লাব। সাধারণ সমর্থকরা কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছেন এই সব খারাপ লোকেদের অবিলম্বে দূর করে ক্লাবে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে। একই সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্তাদের বরখাস্ত করার দাবি তুলছেন তাঁরা। ক্লাব প্রাঙ্গনে এর মধ্যে দেখা গিয়েছে নীতু বিরোধী ক্ষোভের আস্ফালন। তাও হুঁশ ফেরেনি ক্ষমতাসীন কর্তাদের। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে কল্যাণ মজুমদার জানিয়েছেন তিনি এবং ক্লাব দেবব্রত সরকারের পাশে ছিল এবং থাকবে। এখানেই সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে হয়তো বা নীতুকে আগলে রাখার মাধ্যমে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই কর্তারা। নিজেদের নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি তুলে ধরার কোনও প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

দীর্ঘদিন ধরে ময়দানে অভিযোগ ছিল যে বড় ক্লাবের কর্তারা বিদেশি প্লেয়ার আনার নামে টাকার শ্রাদ্ধ করছেন। এই অভিযোগ যে অমূলক নয় তা প্রমাণ পাচ্ছে নীতু গ্রেফতার হওয়ার পর। যে বিশাল পরিমাণের অর্থ নীতুকে সুদীপ্ত দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তার কানাকড়িও হয়তো ক্লাবের মঙ্গলার্থে ব্যবহার করা হয়নি। বরং নিজেদের আখের গোছাতে ব্যাস্ত ছিলেন ক্লাব কর্তারা। আর তার জেরে ক্রমশ তলিয়েছে বংলার ফুটবল। সারা দেশের কাছে সমীহ জাগানো বঙ্গজ ফুটবল এখন করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত ফুটবল মাঠকে ঘিরে এত বড় দুর্নীতি ভূ-ভারতে ঘটেনি। দেশের কাছে এর ফলে বাংলার মানসম্মান ক্রমশ ধূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

ক্রিকেটকে ঘিরে কেলেঙ্কারির গল্প আমাদের কাছে অতি পরিচিত। মহম্মদ আজহারউদ্দিন যখন ভারত অধিনায়ক ছিলেন তখন বেটিং কেলেঙ্কারির কুচক্রীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা 'জেনটেল ম্যান্স গেম' বলে পরিচিত ক্রিকেটকে মলিন করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে আজহার, অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকরদের মতো অভিযুক্তদের চরম শাস্তি পেতে হয় এর জন্য। চির দিনের মতো খেলার মাঠকে টা টা বাই বাই করে দিতে হয় এদের। এই কিছুদিন আগেও প্রতিশ্রুতিমান ভারতীয় পেস বোলার শ্রীশান্তকে শাস্তি দেওয়া হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে।

এমনকী ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ কর্তা শ্রীনিবাসনের দুর্নীতিও আমাদের গোচরে এসেছে। যার জন্য রীতিমতো হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টকে। তাও ক্রিকেটে অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্তদের তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই তৎপরতাটাই বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা আশা করেছিলেন ক্লাব কর্তাদের কাছে। নীতু ওরফে দেবব্রত সরকারকে যদি চটজলদি বহিস্কার করা হতো ক্লাব থেকে তা হলে এই সমর্থকরা মাথা উঁচু করে মাঠে যেতে পারতেন। সামনের মোহন–ইস্ট লড়াইয়ের দিন একটি দল নিঃসন্দেহে জিতবে, অপর দল হারবে। কিংবা নিদেনপক্ষে ড্র থেকে যাবে ম্যাচ। তার আগে যদি দুষ্ট গোরুদের ক্লাবের গোয়ালঘর থেকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠানো যেত তাহলে জয় হত ফুটবলের। বাঙালি সাড়ম্বরে এবং সানন্দে গেয়ে উঠতেন 'সব খেলার সেরা তুমি ফুটবল।'

ডার্বি ম্যাচ ঘিরে শহরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনির্ধি: সামনেই ডার্বি ম্যাচ ময়দানে।সামনের ৩১ আগস্ট এই ম্যাচকে ঘিরে যথারীতি উত্তেজনার আঁচ ছড়াতে শুরু করেছে শহর জুড়ে। অতীতে ডায়মন্ড সিস্টেমকে ঘিরে একসময় তিলোত্তমাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন ময়দানের প্রবীণ কোচ অমল দত্ত। তাঁর সঙ্গে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডুয়েল এখনও আলোচিত হয় ময়দানের আনাচে–কানাচে। এবারের যুদ্ধের অবশ্য দুই কাণ্ডারী হলেন কলকাতা মাঠের আরেক সফল কোচ সুভাষ ভৌমিক এবং গোয়ার জাতীয় লিগ খ্যাত কোচ আর্মান্ডো কোলাসো। দুই কোচের দর্পেই কিন্তু দাগা দিয়ে গিয়েছেন তুলনায় অনেকটাই ছোট এবং অখ্যাত নাইজেরিয়ান ফুজাতোপে। বস্তুত ফুজাতোপের মহমেডান, মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দুদলকেই হারিয়ে দিয়েছে। শেষ যেবার সাদা–কালোদের কাছে হারতে হল বাগানকে সেই ম্যাচের প্রথম পর্বে কিন্তু যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল সুভাষ ভৌমিকের দল। অথচ ফুজাতোপের মাস্টার চালে শেষ পর্যন্ত ১–০ এগিয়ে থাকা ম্যাচ ১–২ হেরে ফিরতে হল মোহনবাগানকে। দ্বিতীয়ার্ধে তো সবুজ মেরুন ফুটবলারদের একরকম খুঁজেই পাওয়া যায়নি। এমনটা কী হওয়ার কথা ছিল আদৌ? কারণ এ পর্যন্ত যেভাবে শুরু করেছিল সুভাষ ভৌমিকের দল তাতে মনে হচ্ছিল 'ভোম্বলদা' র হাত ধরে বোধহয় ভাগ্যদয় ঘটতে চলেছে তাদের। দীর্ঘদিনের ট্রফি খরাও কাটার দিকে যাচ্ছিল বাগানের পারফরমেন্সে। সেই মোহনবাগান থুড়ি ভোম্বলদার অশ্বমেধের ঘোড়া থেমে গিয়েছে মহমেডানের কাছে। হারের ধাক্কা সামলে তাই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ জেতাকে পাখির চোখ করছেন ময়দানের ধূরন্ধর বাগানী কোচ। অপরদিকে ক্লাবের শীর্ষ কর্তা নীতু ইস্যু নিয়ে কোনঠাসা ইস্টবেঙ্গল চাইছে যেনতেন মূল্যে সম্মানের এই ডার্বিতে জয় হাসিল করতে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ঘুঁটি সাজাচ্ছেন আর্মান্ডো। গোয়ানিজের সঙ্গে ভৌমিকের এই লড়াইয়ের ওপর এই লিগের সম্ভাবনাও অনেকটা নির্ভর করছে। আইসিএলের যুগেও যে মোহন–ইস্ট ম্যাচ ঘিরে কলকাতার ফুটবল পাগলরা মাতামাতি করছে তা যথেষ্ট ভালো বার্তা বহন করছে। তাই এবারের ডার্বি শুধু ঘটি–বাঙাল বা ইলিশ–চিংড়ির লড়াই নয়, কলকাতা ময়দানের সুনাম বজায় রাখার লড়াইও বটে।

প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট সত্যজিৎ মণ্ডল

মলয় সুর: এই মুহূর্তে রাজ্য জিমন্যাস্টিকসে সেরা নাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছোট্ট সত্যজিৎ মণ্ডলের। প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট সত্যজিৎ সাব–জুনিয়র পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জুনিয়র পর্যায়েও সেরা হয়েছেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর কাকাকে দেখেই জিমন্যাস্টিকসে আসা। কাকা পার্থ মণ্ডল একজন জাতীয় পর্যায়ের জিমন্যাস্ট। সত্যজিতের ডাক নাম রাজা। ছোট ছেলেটি বর্তমানে সল্টলেকের 'সাই'–এর অন্যতম খেলোয়াড়। বাড়ি জয়নগর–মজিলপুরে। ওর হাতেখড়ি কাকা পার্থর কাছেই। যদিও কয়েকমাস রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দিরে প্রশিক্ষণ নেয় সে। এরপর ২০০৮–এ সুযোগ পায় সাইতে। ব্যস ওখান থেকেই জীবনের চাকা ঘুরে যায়। ২০১১–১২ সালে ওপেন ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় ব্যক্তিগতভাবে চতুর্থ স্থান অর্জন করে। এরপর ২০১২–তে সল্টলেক সাইতে জাতীয় স্কুল গেমস থেকে ছেলেদের সাব–জুনিয়র বিভাগে ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চম স্থান পায়। ইতিমধ্যেই ছোট্ট সত্যজিৎ চিত্তরঞ্জনে বানারসী দাস ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয়ে নতুন নজির গড়েছে। পামেল হর্স, টেবল ভল্ট, হরাইজন্টাল বার, ফ্লোর এক্সসাইজ এবং পামেলবারেও প্রতিটি বিভাগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সে চ্যাম্পিয়ন হয়। একক কৃতিত্বে সর্বাধিক পয়েন্ট ৭০.৮০ পেয়ে বাংলাকে খেতাব এনে দেয়। প্রতিটি বিভাগে এককভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের আসন ধরে রাখে। বর্তমানে সাইতে আবাসিক ক্যাম্পে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিমাই কাঞ্জির কাছে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে নিয়মানুযায়ী অনুশীলন তার সাফল্যের মূলমন্ত্র। প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ আলোর পাদপ্রদীপে আসে ২০১৩ সালে। জয়নগর পি.সি. পাল ইনস্টিটিউশনের একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্র। কোচ নিমাই কাঞ্জি স্পষ্ট ভাষাতেই জানালেন, সত্যজিতের উপর তিনি আশাবাদী। সম্ভাবনা প্রচুর। জাতীয় স্কুল গেমস (সাব–জুনিয়র স্তর) থেকেই সত্যজিতের উত্থান।

তবে সত্যজিতের মুকুটে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ফ্লোর মাতিয়ে রাজ্য স্কুল মিটে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে সে ঝড় তুলেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত ১৫ বছরের ছোট ছেলেটি। মধ্যবিত্ত ঘরের সত্যজিৎ সহজাত প্রতিভার সাফল্যে গর্বিত তার বাবা হারুপদ মণ্ডল ও মা গায়েত্রী মণ্ডল। ছেলের জিমন্যাস্টিক বিষয়ে হারুবাবু জানিয়েছেন, আজকের দুনিয়ায় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার আকর্ষণ নিয়ে যে হারে জনপ্রিয়তা চলছে সেখান জিমন্যাস্টিক অনেকখানি নিষ্প্রভ। তার পছন্দের ইভেন্ট ফ্লোর এক্সসাইজ। ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি হিসেবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ঘরভর্তি প্রচুর কাপ, মেডেল রুপো ও ব্রোঞ্চ পদক রয়েছে। তাই নিজেকে মেলে ধরার লক্ষ্যে এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাকে আরও সম্মান এনে দেওয়ার জন্য নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়াই তার মনোবাসনা।

তিয়াশাই আশা ভারতীয় সাঁতারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্ভাবনাময় সাঁতারু তিয়াশা ইংলিশ চ্যানেল পেরানো ছেলেবেলা থেকেই জলের প্রতি অদ্ভুত টান ছিল মেয়েটির। এমনিতে শান্ত স্বভাবের। কিন্তু জলে নামলেই জলের টানে সেই ছোট্ট মেয়েটি যেন হয়ে উঠত অশান্ত। জলের প্রতি মেয়ের প্রবল ঝোঁক দেখে তার বাবা তাকে ভর্তি করে দেন চিনসুরা সুইমিং ক্লাবে। সেই চিনসুরা সুইমিং ক্লাবের জলে সাঁতারের প্রথম পাট শেখা মেয়েটি সম্প্রতি ভূপালে অলইন্ডিয়া ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার বাটারফ্লাই বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করে। রাজ্য স্তরে সাড়া জাগানো চুঁচুড়ার ঘটক গলির তিয়াশা মণ্ডল। এখন সে শুধু স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাঁতারেই নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করছে না। দূরপাল্লার সাঁতারেও নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কিশোরী তিয়াশা রাজ্যস্থরে এখন প্রথম শ্রেণির কয়েকজন সাঁতারুর মধ্যে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছে। তার কোচ লক্ষণ ঢেঁকির প্রশিক্ষণে নিজেকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত করে ভারত সেরা হতে চান তিনি। স্কুল পর্যায়ে ও জুনিয়র স্তরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিমার্জিত করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিজের জাত চিনিয়েছে। এমনকী সিনিয়র পর্যায়েও নিজের পরিচয় দিয়েছে। এখন তাঁর লক্ষ্য ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইতিহাসে ঢুকে পড়ার রাস্তা। সেই কারণে আগামী বছর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্যে থাকা সাত–সমুদ্রের একটা ইংলিশ চ্যানেল পাড় হওয়ার জন্য পুরো দমে প্র্যাক্টিস শুরু করেছে। আপাতত তিয়াশা চ্যানেল পার হতে যাওয়ার জন্য পুরীর সমুদ্রে সাঁতার প্র্যাক্টিস করতে যাচ্ছে। যাতে জিব্রাল্টারের সমুদ্রের সঙ্গে রপ্ত হওয়া সমুদ্রে প্র্যাক্টিস ছাড়াও গঙ্গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিড় অনুশীলনে ডুবে রয়েছে। সব থেকে কঠিন বরফ গলা ঠাণ্ডা জলে ছাব্বিশ মাইল সাঁতরানো। যাঁরা পেরিয়েছেন সেই বুলা চৌধুরী, মাসদুর রহমানদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ারও চেষ্টা করছেন। তিয়াশার রয়েছে মনের জোর। যার সম্বলেই সে এগিয়ে চলেছে। ২০০৯ সালে বাংলার হয়ে গোয়ার পানাজিতে ২৬তম সাব জুনিয়র জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এরপর ২০১০ সালে ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় সাব জুনিয়র সাঁতারে বাটারফ্লাই এবং ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে প্রথম হয় তিয়াশা। তাই রাজ্য সাঁতার অ্যাসোসিয়েশন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তিয়াশাকে সংবর্দ্ধনা দেয়। তবে ২০১১ সালে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরে সারা বাংলা সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই বিভাগে প্রথম স্থান এবং ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেও প্রথম হয়ে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন। এর সুবাদেই এবছর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে

ন্যাশনাল সাব–জুনিয়র সুইমিং গেমসে বাংলাদলে অংশগ্রহণ করে। গতবছর শ্রীরামপুর ঢাতরা সুইমিং ক্লাব আয়োজিত ১০ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়। স্বল্প পাল্লার সঙ্গে সঙ্গেই দূর পাল্লার সাঁতারেও নিজেকে মেলে ধরে সে। এরই পাশাপাশি সে বালি সুইমিং ক্লাবে সপ্তাহে তিনদিন কোচ সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তিয়াশা চুঁচুড়া বাণীমন্দির স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা অভিজিৎ মণ্ডল ব্যবসা করেন। মা সবিতা মণ্ডল তিয়াশার প্রেরণা, দাদা অরিজিৎ তাঁকে প্রেরণা এবং উৎসাহিত করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের লাজুক মেয়েটি কৃতজ্ঞ স্যার লক্ষণ ঢেঁকির কাছে। তিয়াশা অবসর কাটায় ডিসকভারি চ্যানেল দেখে। অদূর ভবিষ্যতে ইলা পাল, বুলা চৌধুরীরর মতো সাঁতারু হতে চায়। চায় বাংলার নাম এবং মান উজ্জ্বল করতে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

৩১ আগস্ট, ১৯১৮
১৯৪২–এর আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে রাইফেলের গুলিতে শহিদ হৃষীকেশ সাহা'র মৃত্যু ঘটে।

৩১ আগস্ট, ১৮৮৭
বিপ্লবী নরেন মহারাজ (সেন) জননেতা। ছাত্রাবস্থায় পুলিন দাস ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বিপ্লবকর্মের দীক্ষা নিয়ে ঢাকায় অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে তিন আইনে তিনি কারারুদ্ধ হন।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩
বিপ্লবী শহিদ অনাথবন্ধু পাঁজা'র মৃত্যু দিন। মেদিনীপুরে খেলার মাঠে ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ডকালে সশস্ত্র রক্ষী ও পুলিশবাহিনী কর্তৃক তিনি নিহত হন।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবী শহিদ জীবন ঘোষাল–এর মৃত্যুদিন। মাখন নামে পরিচিত এই কিশোর বিপ্লব কর্মের জন্যে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করতেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩
মেদিনীপুর খেলার মাঠে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় সান্ত্রী বাহিনী কর্তৃক নিহত হন শহিদ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্যে শান্তি মিছিল পরিচালনাকালে উন্মত্ত দাঙ্গাকারীর ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন শহিদ সুশীল দাসগুপ্ত।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে শান্তি মিছিল পরিচালনাকালে উন্মত্ত দাঙ্গাকারীর মারণ আঘাতে মৃত্যু হয় শহিদ স্মৃতীশ ব্যানার্জির।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
১৯২৮–এ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার জন্যে শহিদ শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়। গান্ধীবাদী শচীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের নিমিত্তে শান্তি মিছিল বের করেন। মিছিলে গুণ্ডার ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

একটু হাসো

শিক্ষক: সোনাই বলতো, রবির কাছে ৫টা ঘুড়ি ছিল। সে যদি ৩টে ঘুড়ি সরিয়ে রাখে। তাহলে আগে যা ছিল তার থেকে এখন কি পার্থক্য হল?
সোনাই: আমিও তো স্যার তাই বলছি – তাতে আপনার বা আমার কাছে আগের থেকে কি পার্থক্য হল? *(অরুণ ব্যানার্জির সংগ্রহ থেকে)*

বাঘ

সুনীত হালদার

ঘন বনে ঘাপটি মারে
ডোরা হলুদ কালো
হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ে
পড়লে চোখে আলো!

শুয়োর ছানা ভ্যাঁ ভ্যা করে
কড়মড়িয়ে খায়
দুলকি চালে নদীর ঢালে–
বাঘ হারিয়ে যায়!
চারপাশটা তাকিয়ে নিয়ে
গর্জে ওঠে বাঘ
বন্যরা সব কাঁপে বনে –
জ্যৈষ্ঠ ফাগুন মাঘ!

পিছন থেকে থাবা মারে
মটকে দেয় ঘাড়
শিকার নিয়ে পড়ে কেটে –
যায় না দেখা আর!

মাটি কাদায় হেঁটে চলে
রইল পায়ের ছাপ
তাই না দেখে চেঁচায় হরিন –
'ওরে বাপরে বাপ!'

লেজ তুলে দৌড়ে পালায়
গাছের ফাঁকে বন্দুক

চোরাশিকারি দাপিয়ে বেড়ায়
টাকা ভর্তি সিন্দুক!

সার্কাসেতে তালির বহর
বাঘের কেরামতি
এক চিলতে খাঁচায় ফেরা
হারিয়ে চোখের জ্যোতি

বনের রাজা বনের রানী
বাঘই বনের সাথী
বন্ধু ওদের বাঁচিয়ে প্রাণ
এসো আনন্দে মাতি!

ধাঁধা

গত সংখ্যার
উত্তর: ধোঁয়া।
উত্তরদাতা
লিপিকা পাত্র
নর্থ গোবিন্দপুর, কাকদ্বীপ, উত্তর ২৪ পরগনা।

যতই কাটবে
ততই বাড়বে।

দুর্গাদাস সরকার

উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে 9038640030 এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ০৫.০৯.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

শারদীয়া
আলিপুর বার্তা
প্রকাশ হতে চলেছে
এবার লিখছেন
কিন্নর রায়, অমিয় চৌধুরী, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, লীনা চাকী, রত্নেশ্বর হাজরা, ডঃ শঙ্কর ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত চৌধুরী, সিদ্ধার্থ সিংহ, দীপক কুমার বড়পণ্ডা, সুকুমার মণ্ডল, অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, বিজন মণ্ডল, শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা, সবিতা দাস, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
থাকছে
গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা
ও
মহাশ্বেতা দেবীর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।